Hitesranjan Sanyal Memorial Collection
Centre for Studies in Social Sciences, Calcutta

Record No.	CSS 2000/37	Place of Publication:	Calcutta
		Year:	1864
		Language	Bangla
Collection:	Indranath Majumder	Publisher:	J.G. Chatterjee & Co.
Author/ Editor:	Raj Ballabh Shiromani	Size:	10x17cms.
		Condition:	Brittle
Title:	Greecer Purabritta	Remarks:	History of Greece: From the ancient period till the Roman invasion

গ্রীসের পুরাবৃত্ত

প্রাচীন কাল হইতে রোমান দিগের
অধিকার পর্য্যন্ত।

শ্রীরাজ বল্লভ শিরোমণি
প্রণীত

CALCUTTA:

PRINTED BY J. G. CHATTERJEA & Co.
No. 76 BOW-BAZAR STREET.

1864.

বিজ্ঞাপন।

এই গ্রীসের পুরাবৃত্ত কোন পুস্তক বিশেষের অনুবাদ নহে, কতিপয় ইঙ্গরেজি পুস্তক হইতে সংকলন করিয়া লিখিত হইল। ইহাতে প্রথম পাঠার্থী বালকদিগের অধ্যয়নের নিমিত্ত স্থূল স্থূল বিবরণ এবং ইতিবৃত্ত সকল সন্নিবেশিত হইয়াছে। এই পুস্তক খানি বালকদিগের পাঠোপযোগী করিবার নিমিত্ত আমি সাধ্যমত যত্ন ও পরিশ্রম করিতে ত্রুটি করি নাই। কিন্তু তদ্বিষয়ে যে কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি বলিতে পারি না। এক্ষণে তাহাদের পাঠের উপযুক্ত হইলে সমুদয় শ্রম সফল বোধ করি।

পুস্তক খানি লিখিবার এবং ছাপাইবার সময় অত্যন্ত তাড়াতাড়ি হইয়া ছিল, অতএব যদি কোন স্থানে ভ্রম প্রমাদ ঘটিয়া থাকে, বিদ্যোৎসাহী মহাশয়গণ অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমার সেই দোষ ক্ষমা করিবেন।

কলিকাতা
কলুটোলা ব্রাঞ্চ স্কুল
সম্বৎ ১৯২০; ১৬ই চৈত্র।

শ্রীরাজবল্লভ শর্ম্মা।

শুদ্ধিপত্র।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৬	১৮	ফিজিয়াধিপ	ফ্রিজিয়াধিপ
১০	৮	অধিরোহন	অধিরোহণ
১৭	১৮	ঐক্যমত্য	ঐকমত্য
২২	১১	পারিবেন না।	পারিবেন না।
২২	২০	তদ্ভিন্ন	এতদ্ভিন্ন
২৩	১৩	গ্রহণ করিয়াছিলেন বটে	গ্রহণ করেন বটে।
২৪	৫	করিতে২	করিলে
ঐ	৭	অভ্যুত্থান করিয়া	অভ্যুত্থান করে এবং
২৫	১৯	অন্তর	অনন্তর
২৯	১৩	স্বসৈন্যে	সসৈন্যে
৩৯	৬	এপিডাম্নাস	এপিডাম্নাস্
৪০	৩	স্রোতঃ	স্রোত
৪০	১৭	পিলপলিসাস	পিলপনসস
৪৬	১৮	সৈনাধ্যক্ষ	সৈন্যাধ্যক্ষ

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৪৮	৬	করিতে পারিত	করিতে পারিত।
ঐ	৯	আরম্ভ করে	আরম্ভ করে।
ঐ	১১	করিতে থাকেন	করিতে থাকেন।
৪৯	৩	অর্পণ করিলেন	অর্পণ করিলেন।
৫১	৩	প্রবর্ত্তিত করেন,	প্রবর্ত্তিত করেন।
৫২	১৩	নিসপত্ন	নিঃসপত্ন
৫৪	১৩	নিসপত্ন	নিঃসপত্ন
৭১	১৬	কোন স্থানেও	কোন্ স্থানে
		কোন সময়ে	ও কোন্ সময়ে
৭২	১১	প্রণীত	তাঁহার প্রণীত
৭৯	১৭	প্রতিক্ষতা	প্রতিপক্ষতা
ঐ	ঐ	এই সময়ে	সেই সময়ে
৮২	৪	প্রথমতঃ	প্রথমতঃ তিনি
৯২	২০	তৎপুত্রের	ও তৎপুত্রের

গ্রীসের পুরাবৃত্ত।

প্রথম অধ্যায়।

ইয়ুরোপের ভূক্ষেত্রে সর্ব্ব দক্ষিণভাগে ভূমধ্যসাগরের উপকুলে উপদ্বীপাকার যে ক্ষুদ্র দেশ দৃষ্ট হয় তাহার নাম গ্রীস। গ্রীসের উত্তর সীমা তুরস্ক রাজ্য আর দক্ষিণ পশ্চিম ও পূর্ব্ব সীমা ভূমধ্যসাগর। ইহার পূর্ব্ব ও দক্ষিণে সমুদ্রগর্ভে ক্ষুদ্র২ অনেক দ্বীপ দেখা যায়। গ্রীস পৃথিবী পৃষ্ঠের মধ্যে অতি প্রসিদ্ধ দেশ, কিন্তু ইহার আয়তন অতি ক্ষুদ্র; ইহার দৈর্ঘ্য ২০০ শত ক্রোশেরও ন্যূন আর বিস্তার ৭৫ ক্রোশের অধিক নহে।

গ্রীসের আকার স্বভাবতঃ দেখিতে যেমন সুন্দর, জল বায়ুও সেই রূপ মনোহর। ইহার দক্ষিণ ও উপকূলভাগে শীতাতপের প্রকৃতি মধুর। আর সেই ভাগেই নানা প্রকার শস্য ও দ্রাক্ষা আঙ্গুর প্রভৃতি বহুবিধ সুরস ফল জন্মে। উত্তর ভাগে অপেক্ষাকৃত শীতের প্রভাব অধিক।

গ্রীসের অভ্যন্তর ভাগে অনেক উচ্চ২ পর্ব্বত, পর্য্যন্ত ভূমি, নদীনির্ঝর, ও দুরারোহ গণ্ডশৈল সকল দৃষ্ট হয়। উপকূল ভাগে পোতস্থিতির উপযুক্ত অনেক উপসাগর ও সাগর-শাখা বিস্তৃত আছে। সুতরাং গ্রীস বাণিজ্য ও নাবিক্য ব্যবসায়ের পক্ষে বিলক্ষণ অনুকূলদেশ। কিন্তু অধুনা গ্রীসের সেরূপ সৌভাগ্য ও সমৃদ্ধি নাই; এখন ইহার সর্ব্বত্রই শ্রীভ্রষ্টতা ও ক্ষীণতার চিহ্ন দৃষ্ট হয়। ইদানীন্তন গ্রীকেরা হীনসত্ত্ব, গ্রামে ও নগরে অতি সামান্য গৃহে বাস করে; কিন্তু স্থানে২ পুরাকালের যে সকল সৌধ ও দেবালয়ের ভগ্নাবশেষ পতিত আছে

তাহাতেই ইহার ভূতপূর্ব্ব সমৃদ্ধি ও ইহার পূর্ব্বতন অধিবাসীদিগের প্রাধান্য ও গৌরব স্পষ্ট ব্যক্ত হইয়া থাকে। গ্রীস পূর্ব্বকালে অনেক ক্ষুদ্র২ স্ব২ প্রধান রাজ্য ও জনপদে বিভক্ত ছিল। তন্মধ্যে দক্ষিণভাগ পিলপনিসসের মধ্যে করিন্থ, আর্গলিস্, লাকোনিয়া, মেসিনিয়া, ইলিস্, আর্কেডিয়া, এবং একিয়া এই সাতটি রাজ্য ছিল। আর আটিকা, মিগারিস্, বিওসিয়া, ফোসিস্, লোক্রিস্, ইটোলিয়া, আকার্ণানিয়া, ও ডোরিস্ এই কএকটি মধ্যগ্রীসের অন্তর্গত জনপদ ছিল। এবং উত্তর গ্রীসে ইপাইরস্, থেসিলি, ও মাসিডোনিয়া এই তিনটি প্রদেশ ছিল। ইহা ভিন্ন সাইপ্রাস্, রোডস্, কর্সাইরা ও ক্রীট প্রভৃতি অনেকগুলি দ্বীপও গ্রীসের অধিকৃত ও অন্তর্গত ছিল।

গ্রীস্ ইয়ুরোপের অন্যান্য সকল দেশ অপেক্ষা প্রাচীনকালের প্রারম্ভেই সর্ব্বাগ্রে উপনিবেশিত হইয়া অধিবাসিত হয়। পুরাবৃত্তশাস্ত্রের উদ্ভেদ করিলেও দৃষ্ট হয় যে

পৃষ্ঠ
৪৮
ঐ
ঐ
৪৯
৫১
৫
৫

আসিয়া মনুষ্যকুলের আদিমজন্মস্থান, ঐ স্থানেই মানবজাতি আর্দৌ জন্ম গ্রহণ ও বসতি করে। অনন্তর কাল সহকারে লোক-সংখ্যার বৃদ্ধি হইলে ক্রমে ইয়ুরোপাদি অন্যান্য মহাদেশ উপনিবেশিত ও অধ্যুষিত হয়। যে সময় ইয়ুরোপ প্রথম উপনিবেশিত হইতে আরম্ভ হয় তখন গ্রীস্ ইহার অন্যান্য সকল দেশ অপেক্ষা আসিয়ামাইনরের অধিকতর সন্নিহিত, এই নিমিত্ত আর্দৌ উপনিবেশিত হইয়াছে ইহা সহজেই বোধ হয়, কিন্তু গ্রীসের আদিম অধিবাসীরা অত্যন্ত অসভ্য ছিল।

খৃষ্টাব্দের পূর্ব্ব অষ্টাদশ শতাব্দী হইতে গ্রীসের ইতিহাস আরব্ধ হইতে দেখা যায় কিন্তু প্রথম কএক শতাব্দীর পুরাবৃত্ত নানাপ্রকার অবাস্তবিক পৌরাণিক অদ্ভুত উপন্যাসে পরিপূর্ণ, এই নিমিত্ত সেই সকল কাল্পনিক পৌরাণিক বিবরণ পরিত্যাগ করিয়া কেবল প্রকৃত ইতিবৃত্ত সকল সংক্ষেপে লিখিত হইতেছে।

অতি প্রাচীনকালে গ্রীসে পিলাস্‌জী নামে এক অসভ্য জাতির আর্দৌ বসতি ছিল, তাহারা পর্ণ কুটীরে বাস, বৃক্ষের বল্‌কল পরিধান এবং যদৃচ্ছালব্ধ ফল মূল ও মাংস আহার করিয়া কালাতিপাত করিত। তাহাদের আগমনের বহু কাল পরে আর এক সম্প্রদায় আসিয়া আদিম অধিবাসী পিলাসজীদিগকে উৎসারিত করিয়া আপনারা বাস করিতে আরম্ভ করে; তাহারা হেলেনীয় নামে প্রসিদ্ধ ছিল। হেলেনীয়েরা এক বংশোদ্ভব কিন্তু তাহাদের ভাষার কিঞ্চিৎ অবান্তর ভেদে চারি সম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিল; ডোরীয়, ইওলীয়, আওনীয় এবং একীয়। হেলেনীয়দিগের উপনিবেশের পর ১৮৫৬ পূঃ খৃঃ অব্দে ফিনিসিয়াবাসী ইনেকস্ দক্ষিণ গ্রীস পিলপনিসসে আসিয়া আর্গস্ নগর সংস্থাপিত করিয়া গ্রীসে প্রথম রাজত্ব করিতে আরম্ভ করেন্। ইহার ৩০০ বর্ষ পরে সিক্রপ্‌স নামে এক জন মিসরবাসী ঔপনিবেশিক স্বগণ সমভিব্যাহারে আটিকায় আসিয়া

আথেন্সে রাজধানী স্থাপনপূর্ব্বক, আধিপত্য এবং গ্রীক্‌দিগের অন্তঃকরণে প্রথম সামাজিকতার বীজ নিহিত করেন, তদনন্তর ষট্‌পঞ্চাশৎ বর্ষগতে ফিনিসিয়াবাসী কাড্‌মাস কর্ত্তৃক থীব্‌স নগর উপনিবেশিত হয়। এই কাড্‌মাস গ্রীসের প্রকৃত হিতৈষী ছিলেন তাঁহারি প্রযত্নে গ্রীকেরা কৃষি শিল্প এবং বর্ণমালায় প্রথম পরিচিত ও শিক্ষিত হয়। তিনিই তাহাদিগকে আঙ্গুর ও দ্রাক্ষা ফলের চাস, গৃহস্থালীর উপযুক্ত ধাতুময় সামগ্রী সকল প্রস্তুত এবং বর্ণাক্ষরে লেখাপড়া অভ্যাস করিতে শিখান।

এই সময়ের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে সিসিফস্ কর্ত্তৃক করিন্থ নগরও অধিষ্ঠিত হইয়া উঠে, এবং মিসর হইতে লিলেক্‌স নামক অপর এক জন ঔপনিবেশিক লাকোনিয়ায় আসিয়া স্পার্টা নগরী নির্ম্মাণ পূর্ব্বক প্রভুত্ব করেন। পরিশেষে ১৩৫০ পূঃ খৃঃ অব্দে ফিজিয়াধিপ পিলপ্‌স গ্রীসে উপস্থিত হইয়া সমধিক পরাক্রান্ত হন। তিনি নিজ বাহুবলে

গ্রীসের সমুদয় দক্ষিণ ভাগ অধিকার করিয়াছিলেন, তাঁহারি নামানুসারে দক্ষিণ গ্রীস পিলপনিসস্ নামে অভিহিত হয়। এই পিলপসের অন্বয়ে প্রসিদ্ধ বীরবর হরকুলেসের জন্ম হইয়াছিল। হরকুলেসের বীরত্ব বিষয়ে নানা অদ্ভুত পৌরাণিক উপাখ্যান আছে কিন্তু তৎসমুদয় নিবেশিত করা এ ক্ষুদ্র পুস্তকের লক্ষ্য নহে।

প্রাচীন কালে গ্রীস এই রূপে উপনিবেশিত হইয়া অনেকগুলি স্ব২ প্রধান ক্ষুদ্র২ রাজ্যে বিভক্ত ছিল। কিন্তু সেই সকল রাজ্যের পরস্পর ঐক্যমত্য ছিল না, সুতরাং ঈর্ষ্যা ও জিগীষা বশতঃ তৎসমুদয়ের মধ্যে সর্ব্বদা সমরানল প্রজ্বলিত হইত। অনন্তর তাহাদের মধ্যে দ্বাদশটি রাজ্য পরস্পর একযোগ হইয়া শীঘ্র সন্ধিসূত্রে নিবদ্ধ হয়। এবং সেই দ্বাদশ রাজ্য মধ্যে পরস্পর শান্তি স্থাপন ও আগন্তুক শত্রুভয় নিবারণোদ্দেশে আম্ফিক্‌টিয়ন নামে একটী যাণ্মাসিক সাধারণ সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়।

ইহার পর গ্রীসের প্রাচীন ইতিহাস মধ্যে আর্গোনাটিক অভিযান নামে একটী প্রসিদ্ধ পৌরাণিক বৃত্তের উপন্যাস দৃষ্ট হয়। এরূপ প্রসিদ্ধি আছে যে জেসন্ নামে কোন গ্রীসাধিপ হিরণ্যপক্ষমেষের উদ্দেশে আর্গো নামক অর্ণবযানে কৃষ্ণসাগরের পূর্ব্বপারে কোল্‌চিস্ দেশে অভিনির্যান করিয়াছিলেন। ফলতঃ শশবিষাণবৎ মেষের সুবর্ণময় পক্ষের অলীকতায় তৎসংক্রান্ত সমুদয় বিবরণ কল্পিত মাত্র বোধ হওয়ায় পরিত্যক্ত হইল। আর্গোনাটিক অভিযানের পর ট্রয়ের সংগ্রাম গ্রীসের পুরাবৃত্ত মধ্যে অপর অতি প্রধান বৃত্ত।

পূর্ব্বকালে আসিয়া মাইনর প্রদেশে হেলেস্‌পণ্ট সাগরের উপকূলে ট্রয় নামে মহানগর ছিল। পারিস্ নামে ট্রয়ের কোন নৃপকুমার স্পার্টাধিরাজ মেনিলিয়সের হেলেনা নাম্নী রূপবতী ভার্য্যাকে হরণকরেন্, ইহাতে মহারাজ মেনিলিয়স অমর্ষান্বিত হইয়া স্বদেশীয় তাবৎ ভূপতিগণকে বৈরনির্যাতনে সমুৎসাহিত করিয়া সংগ্রামে প্রবর্ত্তিত করেন। অনন্তর দ্বাদশশত রণতরি সহিত তিনি স্বয়ং সেনানী হইয়া ট্রয় জয় করিতে অভিযান করিয়াছিলেন, ক্রমিক দশ বার্ষিক অবরোধ ও বহুল সংগ্রামের পর ট্রয় পরাজিত এবং পাতিত হয়। পণ্ডিতেরা অনুমান করেন্ এই সংগ্রাম খৃঃ অব্দের ১১৯৩ বর্ষ পূর্ব্বে হইয়াছিল। পুরাবৃত্তবিৎ পণ্ডিতদিগের মধ্যে অনেকেই ট্রয়ের সংগ্রামকে প্রধান ইতিবৃত্ত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করেন না; তবে মহাকবি হোমার কৃত কাব্যে ইহার বিষয় বীররসে এরূপ চমৎকার রূপে বর্ণিত আছে যে তাহাতেই এই সংগ্রাম চিরপ্রসিদ্ধ ও লোকের মনে জাগরূক হইয়া আছে। ট্রয়ের যুদ্ধের পর গ্রীসের ইতিহাস অতিশয় অপরিস্ফুট ও অপরিজ্ঞেয়, তবে তাহাতে এই মাত্র পরিজ্ঞাত হওয়া যায়, যে ঐ মহা যুদ্ধের শেষে এক শতাব্দী পর্য্যন্ত গ্রীসে নানা উপপ্লব ও বিপর্য্যয় ঘটে; অনন্তর স্পার্টা ও আথেন্স

এই উভয় রাজ্য প্রতাপান্বিত হইয়া প্রাধান্য লাভ করে।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

স্পার্টা ও তদ্ব্যবস্থাপক লাইকার্গাস। ৮৮৪ পূঃ খৃঃ।

পূর্ব্বে অভিহিত হইয়াছে যে, লিলেক্‌স আসিয়া, স্পার্টায় প্রথম আপন প্রভুত্ব স্থাপন করেন; তাঁহার পর পিলপিডি বংশীয় ১৩ জন নৃপতি ইহাতে রাজত্ব করিয়াছিলেন। তদনন্তর হিরাক্লাইডি বংশীয়দিগের অধিকার কালে আরিষ্ঠডিমসের পুত্র ইয়ুরিস্থিনিস্‌ ও প্রোক্লিস্‌, নামে দুই যমজ ভ্রাতা একদা স্পার্টার সিংহাসনে অধিরোহন করেন। ইহাঁদেরি রাজত্বের সময় স্পার্টার কৃষকেরা বিদ্রোহে অভ্যুত্থান করে; অনন্তর তাহারা পরাজিত হইয়া পুত্রপৌত্রাদি বংশাবলী ক্রমে দাসত্ব শৃঙ্খলে বদ্ধ ও হেলটস্‌ নামে কীর্ত্তিত হয়।

এই স্পার্টান্‌ দাসদিগের পুনরভ্যুত্থান ও তদ্রূপ অপরাপর উপদ্রব নিরাকরণার্থে

প্রসিদ্ধ ব্যবস্থাপক লাইকার্গাস স্বদেশের নিমিত্ত কতক্‌গুলি বিধিনিয়ম নিবদ্ধ করিতে সংকল্প করেন। লাইকার্গাস অতি ন্যায়-পরায়ণ এবং বিচক্ষণ কিন্তু নিতান্ত কঠিন-হৃদয় ও পরুষাত্মা ছিলেন; তিনি ব্যবস্থাপকের পদ গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে বিধান শাস্ত্রে নৈপুণ্য ও অভিজ্ঞতা লাভের নিমিত্ত নানা দেশ পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। প্রথম ক্রীট্‌ দ্বীপে গমন করেন তথা হইতে আসিয়া-মাইনর প্রভৃতি কতিপয় দেশ পর্য্যটনপূর্ব্বক মহাকবি হোমার কৃত কাব্য আবিষ্কৃত করিয়া অবশেষে মিসরে উপস্থিত হন। এই প্রকারে তিনি ভিন্ন ভিন্ন দেশের আচার ব্যবহার ও বিধিব্যবস্থা সমুদয় সম্যক্‌রূপে পরিজ্ঞাত হইয়া স্বদেশে প্রতিগমনানন্তর ৮৮৪ পূঃ খৃঃ অব্দে নিজ সংকল্পিত ব্যবস্থা-মালা বিধিবদ্ধ করিয়া প্রচারিত করেন।

লাইকার্গাসের ব্যবস্থাপিত কতিপয় প্রধান২ নিয়ম এস্থলে প্রদর্শিত হইতেছে।

১ম। তিনি স্পার্টার নৃপতিগণের যথেচ্ছা

চার নিবারণের নিমিত্ত সেনেট্ নামক সম্ভ্রান্ত সমাজ প্রতিষ্ঠিত করিয়া নরপতিদিগের ক্ষমতা ঐ সমাজের অধীন করেন।

২য়। পুরবাসীদিগের মধ্যে কেহ সমৃদ্ধ কেহ দরিদ্র এই রূপ অবস্থাভেদ রহিত করিবার নিমিত্ত রাজ্যের স্থাবরাদি তাবৎ বিষয় স্পার্টার অধিবাসীদিগকে সমানাংশে বিভক্ত করিয়া দেন।

৩য়। অর্থলোভ নিবারণ জন্য রৌপ্য-মুদ্রার ব্যবহার রহিত করিয়া এক প্রকার দুর্বহ বৃহৎ আয়সমুদ্রা প্রচলিত করেন।

৪র্থ। ভোগবিলাস ও আহার বিষয়ে আড়ম্বর নিবারণোদ্দেশে সমুদয় স্পার্টাবাসীকে এক সাধারণ সমাজ গৃহে একত্র ভোজন করিতে আদেশ করেন।

৫ম। শৈশবাবস্থা হইতে শিশু সন্তানদিগকে দৃঢ়, বলিষ্ঠ, সাহসিক এবং সমরকুশল করিবার নিমিত্ত তাহাদের মাতাপিতার হস্ত হইতে লালন পালন ও শিক্ষা কার্য্যের ভার লইয়া রাজ্যের নিযুক্ত ধাত্রী এবং শিক্ষকগণের হস্তে নিহিত করেন। আর এই নিয়মের সমর্থনের জন্য তিনি যে সকল বালক হীনাঙ্গ ও ক্ষীণবল হইয়া ভূমিষ্ঠ হইত তাহাদিগকে টেজিটস্ পর্ব্বতে প্রক্ষেপ পূর্ব্বক নিহত করিতে আদেশ এবং পুরুষদিগের ত্রিংশদ্বর্ষ আর স্ত্রীগণের বিংশতি বর্ষের পূর্ব্বে বিবাহের কাল নিষেধ করেন। লাইকার্গস্ এই সকল বিধান ব্যবস্থাপিত করিয়া স্পার্টার অধিবাসীদিগকে ব্যাজ ক্রমে তৎ প্রতিপালনে চিরকালের জন্য প্রতিজ্ঞাপাশে বদ্ধ করিয়া প্রাণ ত্যাগ করেন।

অনন্তর স্পার্টার অধিবাসীরা যাবৎ লাইকার্গাসের নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া চলিয়াছিল তাবৎ তাহাদের পরাক্রম, গৌরব ও সৌভাগ্যের সীমা ছিল না, তাহারা কিছু দিন তাঁহার বিধানের অনুগত হইয়া থাকিতে থাকিতেই আপনাদিগকে সমধিক পরাক্রান্ত বোধ করিয়া অচিরেই সন্নিহিত জনপদ সকল আক্রমণ করিতে আরম্ভ করে, প্রথমতঃ তাহারা মেশিনিয়া রাজ্য আক্রমণ

করিয়া তাহার সহিত ক্রমিক বিংশতিবর্ষ সংগ্রাম করিয়াছিল। ৭৪৩ পূঃ খৃঃ অব্দে প্রথম মেসিনীয় সংগ্রাম আরব্ধ হয়। মেসিনীয় সেনাপতি আরিষ্টমিনিস্ স্পার্টানদিগকে বহুবার যুদ্ধে ব্যতিব্যস্ত ও বিপর্য্যস্ত করিয়াছিলেন, অবশেষে তিনি সমরে পরাস্ত ও নিহত হইলে স্পার্টানেরা তাহাদের রাজ্য অধিকার করিয়া লয়, তখন মেসিনীয়ানেরা স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া ইটালির দক্ষিণভাগে যাইয়া উপনিবেশ সংস্থাপন করিয়া বসতি করে।

তৃতীয় অধ্যায়।

আথেন্স—তদ্ব্যবস্থাপক ড্রেকো—শোলন্।

সিক্রপ্স নামক মিসরের কোন নৃপকুমার আথেন্সে আদৌ রাজত্ব করিয়াছিলেন, তিনি প্রথম গ্রীক্‌দিগকে গৃহস্থাশ্রম অবলম্বন ও সামাজিক ধর্ম্মসকল প্রতিপালন করিতে উপদেশ প্রদান করেন।

তাঁহার পর আরও কতিপয় রাজা আধিপত্য করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে থিসিউস্ অতিশয় বিখ্যাত বীর ছিলেন, তিনিও গ্রীসে অনেক সুনিয়ম স্থাপিত করিয়া যান। পরিশেষে প্রসিদ্ধ নৃপতি কোড্রাস্ আথেন্সের সিংহাসনে অধিরূঢ় হন্। কোড্রাস্ অতি মহাত্মা ও স্বদেশহিতব্রতী; তিনি ডোরীয়ান্‌দিগের সহিত সংগ্রামকালে স্বরাজ্যের মঙ্গলের নিমিত্ত স্বীয় প্রাণ বিসর্জন করিয়াছিলেন। কোড্রাসের মৃত্যুর পর আথেন্সের রাজপদ উঠিয়া যায় এবং সাধারণতন্ত্রশাসন প্রণালী সংস্থাপনের সূত্রপাত হইয়া প্রথম আর্কন্ নামক শাসনকর্ত্তার পদ প্রতিষ্ঠিত হয়। কোড্রাসের পুত্র মিডন্ অগ্রে ঐ পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

আর্কনের পদ আদৌ জীবনান্ত পর্য্যন্ত ছিল, তাহার পর দশবার্ষিক, অনন্তর বাৎসরিক হয়। কোড্রাসের মৃত্যুতে কেবল আথেন্সে উপপ্লব হয় এমত নহে; সেই সময় হইতে প্রায় এক শতাব্দী পর্য্যন্ত গ্রীসের

অপরাপর সকল ভাগেও নানা উৎপাত ও রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটে। অবশেষে সর্ব্বত্রই সাধারণতন্ত্র-শাসন-প্রণালী সংস্থাপিত হয়। বিশেষতঃ ঐ সময়ে গ্রীসের স্থানে২ যে কতিপয় মেলা স্থাপিত হইয়াছিল তাহাতেও গ্রীকদিগের অন্তঃকরণে ঐক্যমত্যের মহান্ ভাব উদিত হইয়া উক্ত শাসনপ্রণালীর মুল বদ্ধ হইয়া উঠে। সেই সকল মেলার মধ্যে অলিম্পিক্ মেলাই সমধিক প্রসিদ্ধ। ইফিটস্ নামক কোন নৃপতি স্বীয় রাজধানী অলিম্পিয়ায় জুপিটরদেবের পূজা ও উৎসবোপলক্ষে ৮৮৪ পূঃ খৃঃ অব্দে অলিম্পিক মেলা প্রথম স্থাপিত করেন। গ্রীকেরা এই মেলা হইতে আপনাদের অব্দ গণনা করিয়া থাকে। অলিম্পিক মেলায় পাঁচ দিবস মহোৎসব হইত। গ্রীসের সমুদয় অধিবাসী আপনাদের মধ্যে অন্তর্বিবাদ থাকিলেও সেই পাঁচ দিবসের নিমিত্ত পরস্পর সমেত হইয়া অলিম্পিক মেলায় মল্লযুদ্ধ, অশ্বক্রীড়া, নৃত্য গীত ও একত্র পানভোজন প্রভৃতি নানা

প্রকার কৌতুক ও আমোদ প্রমোদ করিত। যাহাহউক এই সকল মেলা হইতে গ্রীসের নূতন শাসনপ্রণালী বদ্ধমূল হইলেও নির্দ্দিষ্ট বিধিনিয়মের অভাবে অচিরেই আবার উচ্ছিন্ন হইবার সম্ভাবনা হইয়া উপদ্রব হইতে আরম্ভ হয়।

সাইলন্ নামক এক জন এথিনীয়ান কতকগুলি প্রজার সহায়তায় আথেন্সের আবার আধিপত্য লাভে যত্ন করেন কিন্তু সম্ভ্রান্ত লোকেরা তাঁহার দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহার প্রাণবধ করেন, ইহাতে সমুদয় প্রজাবর্গ সম্ভ্রান্তদিগের বিপক্ষে অভ্যুত্থিত হইয়া সাইলনের হন্তা ও তৎপক্ষীয়দিগকে স্বদেশ হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া দেয়। এই রূপে প্রজা ও সম্ভ্রান্ত উভয় পক্ষে কিছুকাল পরস্পর বিবাদ হইতে থাকে।

অবশেষে উভয় দলই ক্লান্ত হইয়া পরস্পর ঐক্যমত্য অবলম্বন পুর্ব্বক স্বদেশের জন্য কতকগুলি বিধিব্যবস্থা নির্দ্ধারণের প্রস্তাব করিয়া, ৬২৪ পূঃ খৃঃ বিজ্ঞবর ড্রেকোকে ব্যব-

স্থাপকের পদে নিযুক্ত করে। ড্রেকো অতিশয় প্রবীণ ছিলেন বটে কিন্তু তিনি যে সকল নিয়ম নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিলেন তাহা অতিশয় কঠিন ও দুষ্প্রতিপাল্য। অতিসামান্য অপরাধেও তিনি প্রাণদণ্ডের বিধি দিয়াছিলেন। এরূপ কিম্বদন্তী আছে যে তাহার নিয়ম সকল এ প্রকার কঠিন, যে তাহা মসীর পরিবর্ত্তে শোণিতে লিখিত ছিল। সুতরাং তাদৃশ কঠিন ব্যবস্থাসকল অচিরেই অপ্রচলিত হয়।

অনন্তর এথিনীয়ানেরা ৫৯৪ পূঃ খৃঃ মহানুভব শোলন্‌কে আপনাদের নিয়ন্তার পদে অভিষিক্ত করে।

শোলন্ গ্রীসের প্রসিদ্ধ সপ্ত মনীষীর অন্যতর মনীষী ছিলেন। কিন্তু সপ্ত মনীষীর মধ্যে তাঁহারি সমধিক বিজ্ঞতা ছিল। তাঁহার অভিজ্ঞতার বিষয়ে এ স্থলে দুইটি উদাহরণ স্বরূপ প্রদর্শিত হইতেছে। একদা জ্ঞানীবর পেরিয়াণ্ডারের সভায় এরূপ এক প্রশ্ন উপস্থিত হয় যে কোন্ প্রকার শাসন

প্রণালী সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ ও সমধিক মনোরম। এই প্রশ্নে অন্যান্য দার্শনিক পণ্ডিতগণ যে সকল মত ব্যক্ত করিয়াছিলেন তদপেক্ষা শোলনের মতই সমধিক প্রশস্ত ও আদরণীয়। তিনি কহিয়াছিলেন যাহাতে কোন অতি সামান্য প্রজা উপদ্রুত ও নিগৃহীত হইলে সমুদয় লোক আপনাদিগকে অপকৃত ও অপমানিত বোধ করে, সেই শাসনতন্ত্রই সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ। এই সিদ্ধান্তে তাঁহার বিলক্ষণ অভিজ্ঞতা স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইয়াছে।

আর এক দিবস লিডিয়াধিরাজ মহাধন ক্রিসস্ শোলনের সমক্ষে প্রভূত বিত্ত রাশীকৃত করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, শোলন্ পৃথিবীতে আমা হইতে আর কি কেহ সুখী আছে? তাহাতে শোলন বলিয়াছিলেন, মহারাজ! কুটীরবাসী গ্রীসের কোন সামান্য কৃষকও আমার মতে আপনার অপেক্ষা সমধিক সুখী। ক্রীসস্ শোলনের এই কথায় অসন্তুষ্ট হইলে তিনি পুনর্ব্বার কহেন, আমরণ সুখসেবী না হইলে মহারাজ কাহাকেও প্রকৃত সুখী

বলা উচিত নহে। অনন্তর কিয়ৎকাল গতে, লিডিয়াধিপ যখন পারস্যরাজ সাইরস কর্ত্তৃক সংগ্রামে বিজিত ও বন্দী হইয়া ঘাতক হস্তে সমর্পিত হয়েন, তখন সেই শোলনোক্ত বাক্য স্মৃতিপথারূঢ় হওয়াতে তিনি আর্ত্ত-স্বরে বারম্বার উচ্চারণ এবং ভূয়োভূয়ঃ তাঁহার ধন্যবাদ করিতে থাকেন। পারস্যাধিপ সাইরাস সেই কথা শ্রবণ ও তাৎপর্য্যবোধে স্বয়ং শিক্ষিত এবং ভীত হইয়া ক্রিসসের প্রাণ রক্ষা করেন। শোলন এই রূপে স্বীয় বিচক্ষণতায় এক নৃপতির জীবন রক্ষা ও অপর নৃপতিকে শিক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন।

সেই মহাত্মা এথিনীয়ান্‌দিগের নিয়ন্তা হইয়া যে সমস্ত আচার পদ্ধতি ও নিয়ম নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিলেন তৎপ্রভাবেই আথেন্স গ্রীসের মধ্যে সর্ব্ব প্রধান ও গৌরবান্বিত হইয়া উঠে।

শোলন ব্যবস্থাপকের পদে নিযুক্ত হইয়া অগ্রে দেশের দুঃখী দরিদ্র লোকদিগের প্রতি অনুকম্পা করিয়া তাহাদের সমস্ত ঋণ

উঠাইয়া দেন, তাহাতে তাহারা ধনবান্‌দিগের পীড়ন হইতে মুক্ত হয়।

তাহার পর তিনি আথেন্সের পৌরদিগকে বিভবানুসারে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করেন। বড়২ ধনবান্‌দিগকে প্রথম শ্রেণীভুক্ত করিয়াছিলেন, তাঁহারাই রাজ্যের সমুদয় প্রধান২ কার্য্যে নিযুক্ত হইতেন। অবশিষ্ট লোক স্ব২ বিভবানুসারে দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীভক্ত হয়। তাহারা তুরঙ্গারোহী ও পদাতি প্রভৃতি সৈনিকের কার্য্য করিত। কিন্তু তিনি উচ্চ পদ সাধারণের গম্য করিবার নিমিত্ত আথেন্সের সাধারণ সমাজের সভ্যের পদ প্রজামাত্রেরই যত্ন এবং ক্ষমতার অধীন করেন। পূর্ব্বে ঐ পদ কেবল অভিজাত সম্ভ্রান্তবর্গই প্রাপ্ত হইত, তাঁহার এই নিয়মে সকলেরই ঐ পদে সত্ব হয়।

আথেন্সের সাধারণ সমাজে শাসন সংক্রান্ত সমুদয় গুরুতর কার্য্য সম্পন্ন আর সর্ব্ব প্রকার মকদ্দামার আপীল হইত। সুতরাং রাজ্যের ভূয়সী ক্ষমতা উক্ত সমাজেরই

অধীন ছিল। সাধারণ সমাজ ভিন্ন শোলন্ বুলি নামক আর একটী সমাজ প্রতিষ্ঠিত করেন, সেই সমাজের চারিশত সভ্য ছিল। সাধারণ সমাজের বিচার্য্য বিষয় সকল অগ্রে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া অবধারিত করা বুলি সমাজের কর্ত্তব্য ছিল। ধর্ম্মাধিকরণের গৌরব বৃদ্ধির নিমিত্ত তিনি আর একটি এই নিয়ম করিয়াছিলেন যে আর্কনের পদে কিছু দিন কর্ম্ম না করিলে কেহ ধর্ম্মাধিকরণ আরিওপেগাসের বিচারপতির পদ প্রাপ্ত হইতে পারিবে না। তাঁহার সময়ে সদ্বিচারের জন্য উক্ত বিচারালয়ের বিশেষ খ্যাতি হইয়াছিল। স্বার্থপরতা নিরোধ ও দেশানুরাগ বর্দ্ধনের নিমিত্ত আর একটি এরূপ নিয়ম স্থাপিত করেন, যে আথেন্সের সাধারণ তন্ত্রের অনুকুলতাপক্ষে যে কেহ ঔদাসীন্য অবলম্বন করিবেন তিনি রাজ্যের বিরুদ্ধাচারীর মধ্যে পরিগণিত এবং আজীবন নির্ব্বাসনের যোগ্য হইবেন।

শোলন্ এই সকল এবং তদ্ভিন্ন আর কতক-

গুলি বিশেষ২ উৎকৃষ্ট নিয়ম ব্যবস্থাপিত করিয়াছিলেন, অনন্তর তিনি এথিনীয়ান্দিগকে অন্ততঃ এক শতাব্দী পর্য্যন্ত তৎসমুদয় প্রতিপালন করিতে অনুরোধ করিয়া কিছু কালের জন্য দেশ ভ্রমণে যাত্রা করেন। তাঁহার অনুপস্থিতিতে পিজিষ্ট্রেটস, আথেন্সের সাধারণসমাজমধ্যে প্রধান হইয়া উঠেন। তিনি দয়া দাক্ষিণ্য ন্যায়পরতা প্রভৃতি কতকগুলি সদ্গুণ দ্বারা প্রজাদিগকে বশীভূত এবং ক্রমে২ রাজ্যের সমুদয় ক্ষমতা আপনার হস্তগত করিয়া অবশেষে আথেন্সের সিংহাসন গ্রহণ করেন। পিজিষ্ট্রেটস কৌশলে রাজ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন বটে কিন্তু তিনি এরূপ সুপ্রণালীক্রমে শাসন করিয়াছিলেন যে তাঁহার অধিকারকালে এথিনীয়ানেরা আপনাদিগকে পরম সুখী বোধ করিয়াছিল। পিজেষ্ট্রটস্ স্বয়ং অতি ধার্ম্মিক ও বিদ্বান্ ছিলেন আর বিদ্বান্দিগকেও অতিশয় সমাদর এবং গৌরব করিতেন। এরূপ প্রসিদ্ধি আছে যে তিনিই মহাকবি হোমার

কৃত কাব্য সংকলিত ও সর্গ বিভক্ত করিয়া প্রকৃত পাঠোপযোগী করেন। পিজিষ্ট্রেটসের মৃত্যুর পর তাঁহার দুই পুত্র হিপিয়াস্ ও হিপার্কাস্ আথেন্সের সিংহাসনে অধিরূঢ় হন। তাঁহারা কিছুকাল রাজত্ব করিতে২ এথিনীয়ানেরা কোন সুযোগে বিদ্রোহে অভ্যুত্থান করিয়া হিপার্কাসের প্রাণ বধ ও হিপিয়াসকে সিংহাসনভ্রষ্ট করিয়া রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেয়। হিপিয়াস নির্ব্বাসিত হইয়া পারস্যের আশ্রয় গ্রহণ করেন।

চতুর্থ অধ্যায়।

পারস্যের সহিত সংগ্রাম। পূঃ খৃঃ ৪৯০। ৪৬৫

পারস্যরাজ দেরায়াস্ পূর্ব্ব হইতেই গ্রীসের প্রতি জাতক্রোধ হইয়াছিলেন। এথিনীয়ানেরা কোন বিদ্রোহের সময় তাঁহার অধীন আসিয়া মাইনরস্থ গ্রীক্ উপনিবেশ সকলকে

সাহায্য করায়, তদবধি তিনি আথেন্সের উপর কটাক্ষ করিয়া অবসর প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। অতএব সেই সময় আথেন্সপতি হিপিয়াস্কে সমাগত দেখিয়া বহু সমাদরের সহিত গ্রহণ করেন এবং তাঁহার সমক্ষে গ্রীস জয় করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়া নিজ জামাতা মার্ডোনিয়াসকে বহু সৈন্য ও রণপোতের সহিত গ্রীস্ আক্রমণ করিতে প্রেরণ করিলেন। মার্ডোনিয়াস্ যাত্রা করিলে পথমধ্যে প্রবল বাত্যা উত্থিত হইয়া তাহার সমুদয় রণতরি ভগ্ন ও ছিন্ন হইয়া যায় এবং তৎ সঙ্গে অনেক সৈন্যও বিনষ্ট হয়; এইরূপে সেই প্রথম উদ্যম দৈবাহত হইয়া ব্যর্থ হয়।

ডেরায়াস্ সেই অনর্থাপাত শ্রবণে কিঞ্চিন্মাত্র ভগ্নোৎসাহ না হইয়া বরং গ্রীসের প্রতি পুনরভিযানে সমধিক মনোযোগী হন, এবং পূর্ব্বাপেক্ষা আরও অধিক সৈন্য সংগ্রহ করেন। তিনি ৬০০ যুদ্ধপোত ও অন্যূন তিন লক্ষ সেনা সমুত্থাপিত করিলেন অন্তর

ডেটিস্ এবং আর্টাফর্নিস্‌কে সেই মহতী-চমূর অধিনায়ক করিয়া ৪৯০ পূঃ খৃঃ অব্দে গ্রীসে পুনঃ প্রেরণ করেন। ডেরায়াস্ স্বীয় মহতী সেনা দর্শনে গ্রীসের জয় বিষয়ে এরূপ-কৃতনিশ্চয় হইয়াছিলেন যে, যাত্রাকালে তিনি রাশীকৃত অশ্বখণ্ড ও আয়সশৃঙ্খল সৈন্যের সমভিব্যাহারে পাঠাইয়া দেন এবং ডেটিস ও আর্টাফর্নিস্ উভয় সেনাপতিকে গ্রীস্ পাতিত করিয়া সেই সকল শিলা খণ্ডে কীর্ত্তিস্তম্ভ নির্ম্মাণপূর্ব্বক অধিবাসীগণকে শৃঙ্খলে বন্দী করিয়া আনিতে আদেশ করেন।

ডেটিস্ ও আর্টাফর্নিস যাত্রা করিয়া প্রথম গ্রীসের অধীন তাবৎ দ্বীপ একে একে পরাজিত ও অধিকৃত করেন অবশেষে আথেন্সের অভিমুখে উত্তীর্ণ হইলেন। এথিনীয়ানেরা সহসা এই বিপদাপাত দর্শন করিয়া ভয়ে চতুর্দ্দিক্ শূন্য দেখিতে লাগিল। তাহারা প্রথমে স্পার্টান্‌দিগের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করে কিন্তু স্পার্টানেরা অতিশয়

স্বার্থপর, তাহারা এথিনীয়ান্‌দিগের প্রার্থনায় মনোযোগ করিল না, তখন তাহারা আপনারাই যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হইল। কিন্তু তাহাদের অধিক সৈন্য ছিল না, কেবল দশ সহস্র মাত্র সেনা ছিল। সেই সমুদয় সেনার দেশানুরাগবৃত্তি এরূপ সমুত্তেজিত হইয়াছিল যে তাহারা স্বদেশ রক্ষার্থ যুদ্ধে প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়াছিল। এই সময়ে আথেন্সে কেবল তিনজন মাত্র প্রধান লোক ছিলেন মিল্‌টাইডিস্, থেমিষ্টক্‌লিস এবং আরিষ্টাইডিস্, তন্মধ্যে মিল্‌টাইডিস্ সেনাপতির কার্য্যে অসাধারণ দক্ষ, থেমিষ্টক্‌লিস্ বিলক্ষণ রাজনীতিজ্ঞ ও স্বাধীনতার একান্তপ্রিয়, আর আরিষ্টাইডিস অদ্বিতীয় ন্যায় পরায়ণ লোক ছিলেন। এথিনীয়ানেরা এই সঙ্কটের সময় মিলটাইডিসকে সেনাপতি করিয়া ঐ দশ হাজার সৈন্য সমভিব্যাহারে অসঙ্খ্য পারস্য সৈন্যের গতিরোধ করিতে প্রেরণ করে।

মিল্‌টাইডিস সেই অল্পমাত্র সৈন্য লইয়া বহুগুণ পারস্য সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিতে

নির্গত হইলেন। তিনি মারাথন্ নামক স্থানে আপন সৈন্য নিবেশিত করিয়া এরূপ কৌশল ও সাহস সহকারে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন যে ক্ষণকালের মধ্যে শত্রু সৈন্য বিপর্য্যস্ত ও বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল এবং ভয়ে যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হইয়া চতুর্দ্দিক্ হইতে পলায়ন করিতে লাগিল সুতরাং এথিনীয়ানদিগের সম্পূর্ণ জয় লাভ হয়।

পারস্যরাজ দেরায়াস এই সম্বাদ শ্রবণে হতাশ না হইয়া আবার আক্রমণের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন কিন্তু সেই সময়ে তাঁহার রাজ্য মধ্যে বিদ্রোহ উপস্থিত হওয়ায় তাঁহাকে সেই বিদ্রোহ শান্তির নিমিত্ত ব্যস্ত হইতে হইল। অনন্তর বিদ্রোহ শান্তি হইতে না হইতেই তিনি কালগ্রাসে পতিত হন। তাহাতে কিছুকালের নিমিত্ত আবার সমরানল নির্ব্বাপিত রহে।

থার্মাপিলির যুদ্ধ—৪৮০ পূঃ খৃঃ।

দেরায়াসের মৃত্যুর পর তৎ পুত্র জরক্সিস্ পিতৃ সংকল্প সাধনে সত্বর হন। তিনি

বিংশতি লক্ষ সৈন্য সমুত্থাপিত করিয়া ৪৮০ পূঃ খৃঃ অব্দে গ্রীস্ পুনরাক্রমণ করিতে অভিযান করেন। তাঁহার অসংখ্য ধ্বজিনী দর্শনে গ্রীসের সমুদায় উদীচ্যভাগ ভয়ে তাঁহার নিকট জলমৃত্তিকা প্রেরণ করিয়া বশ্যতা স্বীকার করে। কিন্তু দাক্ষিণাত্য গ্রীকেরা প্রাণপণ করিয়া যুদ্ধে প্রস্তুত হয়। স্পার্টাধিরাজ লিয়নিডাস্ স্বয়ং কিয়ৎ সংখ্যক সৈন্য লইয়া থার্মাপিলি নামক গিরিদুর্গের সন্নিধানে বিপক্ষ সৈন্যের সম্মুখীন হইয়া তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ করেন। কিন্তু একজন সৈনিকের বিশ্বাসঘাতকতায় যুদ্ধে পরাজিত হইয়া স্বসৈন্যে শত্রু হস্তে নিধন প্রাপ্ত হন।

অনন্তর জরক্সিস্ থার্মাপিলির জয়লাভে প্রোৎসাহিত হইয়া আথেন্সের বিরুদ্ধে যাত্রা করিলেন এথিনীয়ানেরা শত্রু হইতে আপনাদিগকে হীনবল দেখিয়া থেমিষ্টকলিসের উপদেশানুসারে নগর পরিত্যাগ করিয়া পোতারোহণ পূর্ব্বক পলায়ন করিল। তাহাতে অরাতিসৈন্য অবাধে আথেন্স

নগর অধিকার করিয়া অগ্নিদ্বারা ভস্মসাৎ করে। এই সময়ে বিপক্ষেরা অর্ণব যুদ্ধেও গ্রীকদিগের রণপোত সকল রুদ্ধ করিতে আরম্ভ করে। কিন্তু এথিনীয়ানেরা থেমিষ্টকলিসের কৌশলে সালামিসের নিকট শত্রুদিগের রণতরি সকল সম্পূর্ণরূপে পরাজয় করে। জরকসিস দূর হইতে স্বচক্ষে গ্রীকদিগের অলৌকিক সাহস ও রণপাণ্ডিত্য এবং পোতসহ আপন সৈন্যের বিনিপাত দর্শনে ভীত হইয়া তৎক্ষণাৎ নিজ সৈন্যাধ্যক্ষ মার্ডোনিয়সের হস্তে যুদ্ধের ভার সমর্পণ করিয়া স্বদেশে পরাবৃত্ত হইলেন। জরকসিস্‌কে প্রস্থান করিতে দেখিয়া এথিনীয়ানেরা স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হয় এবং আপনাদিগের নগর পুনর্নির্ম্মাণ করিয়া শত্রুদিগের আক্রমণ নিবারণের নিমিত্ত প্রাকার পরিবৃত করে। ইত্যবসরে স্পার্টাধিরাজ পসেনিয়স্‌ এবং এথিনীয় সেনাপতি আরিষ্টাইডিস্‌ উভয়ে সমেত হইয়া প্লেটিয়ার যুদ্ধে মার্ডোনিয়স্‌কে পরাস্ত করেন, এবং সেই দিবসই

জাণ্টিপস্‌ মাইকেলির সমরক্ষেত্রে অবশিষ্ট পারসিক সৈন্যকে পরাজিত করিয়া শত্রু হস্ত হইতে স্বদেশকে একবারে নির্মুক্ত করেন। গ্রীকেরা এই প্রকারে সমস্ত বাধা ও বিপদ অতিক্রম করিয়া তখন আপনাদের পরাক্রম ও গৌরব বৃদ্ধি করিতে মানস করে। পারস্য সংগ্রামের পর তাহারা নানাপ্রকার বিদ্যার আলোচনায় মনোনিবেশ করিয়াছিল কিন্তু তৎকালপর্য্যন্ত তাহাদিগের অন্তঃকরণ হইতে অসূয়া ও বিদ্বেষভাব অন্তর্হিত হয় নাই তাহারা পূর্ব্ববৎ পরস্পরের প্রতি ঈর্ষ্যাভাব প্রকাশ করিতে লাগিল। এথিনীয়ানেরা নিতান্ত অকৃতজ্ঞ হইয়া আপনাদিগের পরম হিতকারী মিল্‌টাইডিস্‌ থেমিষ্টক্‌লিস্‌ এবং আরিষ্টাইডিস্‌ এই সেনাপতিত্রয়কে ছল করিয়া কাহাকে কারারুদ্ধ, কাহাকে বা নির্ব্বাসিত করিয়া দিল।

পঞ্চম অধ্যায়।

পসেনিয়স্-সাইমন্-ও পেরিক্লিস্—পূঃ খৃঃ ৪৭৯—৪৩১

পারস্যের সংগ্রামের পর গ্রীকেরা অতুল প্রভাবান্বিত হইয়া সর্ব্বত্র আপনাদের পরাক্রম ও তেজ বিস্তার করিতে আরম্ভ করে, তাহারা অগ্রে স্বদেশ সন্নিহিত আপনাদের পূর্ব্বাধিকৃত দ্বীপসকলকে পারস্যের অধীনতা শৃঙ্খল হইতে মুক্ত করিয়া দেয়, অনন্তর পারস্য সম্রাজ্যে উত্তীর্ণ হইয়া অত্যন্ত উপদ্রব করিতে আরম্ভ করে। এই সময়ে পসেনিয়স্ সাইমন্ ও পেরিক্লিস্ এই তিন ব্যক্তি গ্রীসের মধ্যে সর্ব্ব প্রধান হইয়া উঠেন।

স্পার্টাধিপ পসেনিয়স্ গ্রীসের সমুপেত তাবৎ সৈন্যের অগ্রণীর পদে অধিরূঢ় হইয়া পারস্য সাম্রাজ্যের অনেক উৎসেদ করেন। পারস্যরাজ জরক্সিস্ অবশেষে তাঁহাকে

বশীভূত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিনি পসেনিয়স্‌কে স্বপক্ষ করিবার নিমিত্ত তাঁহার নিকট সমস্ত গ্রীসের আধিপত্য প্রদান করিতে স্বীকার করিয়াছিলেন। মন্দধী পসেনিয়স্ সেই প্রস্তাবে সম্মত হইয়া স্বদেশের অহিতাচরণে প্রবৃত্ত হয়েন, কিন্তু তাঁহার সেই দুরভিসন্ধি অচিরেই প্রকাশ হইয়া পড়ে তখন স্পার্টানেরা তাঁহার প্রাণ সংহার করিতে উদ্যত হয়, পসেনিয়স্ প্রাণ ভয়ে পলাইয়া কোন দেবমন্দিরে প্রবিষ্ট হইলেন। মন্দির মধ্যে হিংসা করা অবিধেয় বোধে তাহারা পাষাণ নিবদ্ধ করিয়া মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া দেয়। পসেনিয়স্ প্রায়োপবেশন ও শ্বাসরোধে অচিরেই প্রাণ ত্যাগ করেন। পসেনিয়সের এই অসদাচরণে গ্রীক্‌দিগের অন্তঃকরণে স্পার্টার উপর অত্যন্ত বিরাগ ও অশ্রদ্ধা জন্মে তাহারা স্পার্টানদিগের প্রতি বীতবিশ্বাস হইয়া আর আপনাদের সৈন্য তাহাদের অনুবর্ত্তী না রাখিয়া আথেন্সের অধীনে নিযুক্ত করে। এথি-

নিয়ানেরাই তৎকালে সমস্ত গ্রীকদিগের বিশ্বাস ও অনুরাগভাজন হইয়া উঠে।

এথিনীয়ান্‌দিগের মধ্যে মিল্‌টাইডিসের পুত্র সাইমন্ তৎকালে প্রধান হইয়াছিলেন, তিনি সেই সমস্ত সৈন্যের নেতা হইয়া সময়ে২ পারস্য রাজ্যে অভিপাত করিতে লাগিলেন, ইয়ুরিমিডন্‌নদীর কূলে পারস্যের বহু সৈন্য ও রণপোত সাইমানের সহিত যুদ্ধে পরাজয় প্রাপ্ত হয়; এইরূপে, তিনি বহু যুদ্ধে পারসিকদিগকে পরাজিত করিয়া বিপুল অর্থ ও প্রভূত খ্যাতি লাভ করিতে ছিলেন, এদিকে পেরিক্লিস্ তাঁহার প্রতিযোগী হইয়া আথেন্সের সাধারণ সমাজ মধ্যে বিশেষ প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। পেরিক্লিস্ সাইমনের পিতৃবিদ্বেষী জান্টিপসের পুত্র, অতিশয় নয়জ্ঞ ও সুবাগ্মী। তিনি লোক সমাজের প্রিয় আর সাইমন্ সম্ভ্রান্তদিগের পক্ষ হইয়াছিলেন। এই দুই প্রতিদ্বন্দ্বিপক্ষ লইয়া আথেন্সে মহা দলাদলি উপস্থিত হয়।

বিশেষতঃ সেই সময়ে স্পার্টার দাসবর্গ

হেল্‌টস্ ও মেসিনিয়ানেরা কোন সুযোগে বিদ্রোহে অভ্যুত্থান করাতে স্পার্টানেরা আথেন্সের সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিল। স্পার্টার সহিত সন্ধি স্থাপন ও সাহায্য প্রদান করা সম্ভ্রান্তদিগের মত ছিল কিন্তু পেরিক্লিসের পক্ষ লোকসমাজের মত বিরুদ্ধ হইয়া উঠে, সুতরাং এই বিষয়ে মহা বাদ বিসম্বাদ উপস্থিত হইয়া উক্ত দলাদলি আরও বদ্ধমূল হইয়াছিল। কিন্তু অবশেষে সাইমনের পক্ষদিগেরই মত প্রবল রহে। তখন স্পার্টানেরা আথেন্সের সাহায্যে দাসদিগকে কথঞ্চিৎ পরাজিত ও মেশিনীয়নদিগকে দেশ হইতে নিষ্কাশিত করিয়া দেয়। কিন্তু এথিনীয়ানেরা অনুগ্রহ করিয়া সেই নিরাশ্রয় মেসিনীয়দিগকে আপনাদের অধিকার নপাক্টসে আশ্রয় প্রদান করে। এই বিদ্রোহ শান্তির অব্যবহিত পরেই আবার স্পার্টার সহিত আথেন্সের সন্ধি বিশ্লিষ্ট হইবার উপক্রম হইয়া, ভাবি মহাযুদ্ধের বীজ অঙ্কুরিত হইতে থাকে। স্পার্টানেরা বিনা

অপরাধে কোন বিষয়ে এথিনীয়ানদিগের অবমাননা করাতে তাহারা স্পার্টার শত্রু আর্গসের সহিত সন্ধি করিয়া সমরে প্রবৃত্ত হয়, কিন্তু সেবার পেরিক্লিশ ও সাইমন উভয়ে মিলিত হইয়া বিবাদ ভঞ্জন পূর্ব্বক সেই বিগ্রহ শান্তি করিয়া পুনর্ব্বার সন্ধিবন্ধন করেন।

এই সময়ে আথেন্সে প্রসিদ্ধ ইতিহাস বিদ্ পণ্ডিত থুসিডিডিস প্রধান হইয়া উঠেন। তিনি পেরিক্লিসের সহিত অনেক প্রতিযোগিতা করিয়াছিলেন। যখন ডেলফসের দেবালয়ের অধিকারের নিমিত্ত ডেলফীয় ও ফোসীয়দিগের মধ্যে পরস্পর বিবাদ আরম্ভ হয় তখন স্পার্টা ডেল্ফীয়দিগের এবং আথেন্স ফোসীয়দিগের পক্ষ হয় কিন্তু পেরিক্লিস মধ্যস্থ হইয়া যাহাতে উভয় প্রতিপক্ষ দলে বিগ্রহ উপস্থিত না হইয়া পরস্পর সন্ধি বন্ধন হয় এইরূপ চেষ্টা করিতে থাকেন, থুসিডিডিস সেই সময় তাঁহার অনেক প্রতিকূলতা

করিয়া ছিলেন কিন্তু অবশেষ পেরিক্লিসের যত্নই সফল হয়।

ইহার পর পেরিক্লিস সেমস্ দ্বীপ জয় এবং নানা স্থানে আথেন্সের উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। অনন্তর গ্রীসের শত্রুকুল দমনে নিযুক্ত থাকিয়া অপরাপর গ্রীক্ দিগের নিকট কর গ্রহণ পূর্ব্বক আথেন্সের শ্রীবৃদ্ধি ও উন্নতি সাধনে মনোনিবেশ করেন।

তিনি মনোহর হর্ম্ম্য সমুন্নত সৌধ এবং বিচিত্র দেবালয় সকল নির্ম্মাণ করিয়া নগরের শোভা বর্দ্ধন করিয়াছিলেন; তাঁহার উৎসাহে দর্শন, ইতিহাস, কাব্য, নাটক, শিল্প ও চিত্র প্রভৃতি নানা প্রকার বিদ্যার সম্যক্ আলোচনা হয় এবং সেই সময় ফিডিয়স্ প্রভৃতি প্রধান শিল্পী, সফোক্লিস ইউরিপিডিসাদি কাব্য নাটক প্রণেতা প্রসিদ্ধ কবি এবং হিরোডোটাসাদি পুরাবৃত্তবিৎ পণ্ডিত সকল প্রাদুর্ভূত হন। ফলতঃ পেরিক্লিসের সময়ে আথেন্সের পরাক্রম, সমৃদ্ধি ও গৌরবের সীমা ছিল না।

কিন্তু আথেন্সের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াও তিনি এথিনীয়ান্‌দিগের স্বভাব সিদ্ধ অসূয়া-কটাক্ষে পতিত হইয়াছিলেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

পিলপনিসীয় সংগ্রাম। পূঃ খৃঃ ৪৩১—৪২১।

গ্রীক্‌দিগের পরস্পরের প্রতি যে স্বভাব-সিদ্ধ ঈর্ষ্যা ও দ্বেষ ভাব ছিল তাহা হইতেই এই সংগ্রাম সমুৎপন্ন হয়। স্পার্টা ও আথেন্স এই উভয় রাজ্য পরস্পরের সৌ-ভাগ্য ও অভ্যুদয় দর্শনে পরস্পরের প্রতি সকটাক্ষ দৃষ্টিপাত করিতে ছিল। স্পার্টা ডোরীয়দিগের দৃষ্টান্তানুসরণ পূর্ব্বক কুলীন তন্ত্রপ্রণালীর বশবর্ত্তী হইয়া চলিতেছিল। আথেন্স তদ্বৈপরীত্যে আওনীয় প্রথাবলম্বন পূর্ব্বক সাধারণতন্ত্র শাসনপ্রণালীর বশগ হইয়া প্রতিকক্ষতা প্রদর্শন করিতে লাগিল। বিশেষতঃ এথিনীয়ানেরা যে অন্যান্য গ্রীক্‌-দিগের নিকট হইতে কর গ্রহণ করিয়া আপ-নাদের নগরের শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদন করিয়াছিলেন

তাহাতেও সেই সমস্ত গ্রীক্‌গণ এথিনীয়া-নদিগের উপর বিরক্ত হইয়া এই সময় স্পা-র্টার সাহায্য দ্বারা আথেন্সকে হীনপ্রতাপ করিবার সংকল্প করিয়াছিল।

এমন সময়ে করিন্থের উপনিবেশ কর্সা-ইরা দ্বীপ ও এপিডাম্নাস্‌ নগর, এই উভয়ের মধ্যে পরস্পর কলহ আরম্ভ হয়। তাহাতে কর্সাইরার অধিবাসীরা স্পার্টার সাহায্য আর এপিডাম্নাসের লোকেরা আথেন্সের আনুকূল্য প্রার্থনা করে। এই দুই ক্ষুদ্র রাজ্যের সহায়তাচ্ছলে অনন্তর দুই মহান্‌ প্রতি-দ্বন্দ্বিদলে এই মহা সংগ্রামের সূত্রপাত হয়। এই যুদ্ধে গ্রীসের প্রায় সমুদয় রাজ্যই উভয় প্রতিপক্ষ দলের অন্যতর পক্ষে সহায়তা করিয়াছিল। আরগস্‌ ভিন্ন দক্ষিণ গ্রীসের সমু-দয় নগর এবং বিওসিয়া, মেগারা, লোক্রিস্‌ ফোসিস্‌ প্রভৃতি আর কতিপয় মধ্যগ্রীসের রাজ্য স্পার্টার পক্ষ হয়। আর প্লেটিয়া, আকার্ণানিয়া, লেস্‌বস্‌, কায়াস্‌, নপাক্টসাদি জনপদ সকল আথেন্সের সহায়তা করে।

৪৩১ পূঃ খৃঃ অব্দে পিলপনিসীয় সংগ্রাম প্রথম আরব্ধ হয় এবং ক্রমিক ২৭ সপ্ত বিংশতি বর্ষ পর্য্যন্ত ইহার স্রোতঃ প্রবাহিত হইয়া অবশেষে উভয় পক্ষের ক্ষীণতা ও দুর্ব্বলতার সহিত নিবৃত্ত হয়।

সমর প্রারম্ভে স্পার্টাধিরাজ আর্কেডিমস অগ্রে আটিকা আক্রমণ করেন তখন এথিনীয়ানেরা পেরিক্লিসের উপদেশে প্রথম তাঁহার উদ্যম প্রতিরোধে প্রবৃত্ত না হইয়া আপনাদের প্রাকারপরিবৃত নগর মধ্যে নিরুদ্ধ হইয়া থাকে। আর্কেডিমাস্ অরক্ষিতপ্রদেশ সকল বিলুণ্ঠন করিয়া প্রয়াণ করেন। এথিনীয়ানেরা ঐ সময় যে কেবল দুর্গ মধ্যে নিরুদ্ধ থাকিয়া নিশ্চেষ্ট ছিল এমত নহে, তাহারা অর্ণবতরি সকল প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিল; আর্কিডিমাস প্রস্থান করিলেই সেই সকল রণপোত পিলপলিসসে প্রেরণ করিয়া বৈরসাধন করিতে আরম্ভ করে। স্পার্টানেরা যত হিংসা করিয়াছিল, তাহারা তাহার সহস্র গুণ প্রতিহিংসা করিয়া শত্রুদিগের প্রধান

অর্ণব বন্দর নিসিয়া নগর ও মেগারা প্রদেশ একেবারে উৎসন্ন করিল।

দ্বিতীয় বর্ষে আর্কেডিমাস্ আবার আটিকায় অবতীর্ণ হইলেন। এথিনীয়ানেরা পূর্ব্ববৎ আপনাদের দুর্গের আশ্রয় লইয়া পুনর্ব্বার স্পার্টানদিগকে অর্ণব যুদ্ধে বিপর্য্যস্ত ও ব্যতিব্যস্ত করিতে লাগিল কিন্তু অকস্মাৎ সেই বৎসর মড়ক উপস্থিত হওয়ায় অসংখ্যলোক সেই ভয়ঙ্কর বাত্যায় পতিত হইয়া মৃত্যু মুখে কবলিত হয়। তাহাদের মৃতদেহ সকল চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া গণ্ডশৈলের ন্যায় রাশীকৃত হইয়াছিল। মহাত্মা পেরিক্লিশও এই ভীষণ ঘটনায় কালের কুক্ষিস্থ হইয়া স্মৃতিপথারূঢ় হন। সুতরাং এথিনীয়ানেরা তাহার পরবৎসর আর তাদৃশ বল প্রদর্শন করিতে সমর্থ হইল না, স্পার্টাধিপ আর্কিডিমাস সেই বৎসর আথেন্সের মিত্ররাজ্য প্লেটিয়া আক্রমণ করিয়া উৎসন্ন করেন। চতুর্থ বর্ষে আথেন্সের মিত্ররাজ্য লেস্‌বস্ দ্বীপ স্পার্টার পক্ষ হইয়া বিদ্রোহে অভ্যু-

স্থান করে কিন্তু এথিনীয় পোতাধ্যক্ষ পাচিস লেস্‌বস্‌বাসীদিগকে দমন করিয়া তাহাদের প্রধান নগর মিট্‌লিনি অধিকার করেন তদবধি লেস্‌বস্‌দ্বীপ আথেন্সের অধীন হয়। অনন্তর ৪২৬ পূঃ খৃঃ আবার সংগ্রাম আরম্ভ হয়। স্পার্টানেরা পুনর্ব্বার আটিকা আক্রমণ করে কিন্তু সেইবার অধিক উপদ্রব করিতে পারে-নাই তাহাদিগকে অচিরেই স্বদেশ রক্ষার্থে প্রতিগমন করিতে হইয়াছিল। এথিনীয় পোতাধ্যক্ষ ডিমস্থিনিস স্পার্টার সন্নিহিত মেসিনিয়ার প্রাচীন নগর পাইলসে দুর্গ নির্ম্মাণ পূর্ব্বক বদ্ধমূল হইয়া বসেন। স্পার্টা-নেরা আপনাদের নগর সন্নিধানে বিপক্ষকুল-কে বদ্ধমূল হইতে দেখিয়া পাইলাস জয় করিয়া শত্রুদিগকে অপসারিত করিবার সংকল্প করে। তদনুসারে তাহারা পাইল-সের সমীপবর্ত্তী স্ফাক্‌ট্রিয়া দ্বীপে শিবির সন্নিবেশিত করিয়া যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হয়। এথিনীয়ানেরা সেই সময় কতকগুলি রণপোত সজ্জিত করিয়া স্ফাক্‌ট্রিয়ার উপকূলে প্রেরণ

করে সুতরাং স্পার্টানেরা উভয়দিকেই শত্রু সৈন্যে আক্রান্ত হইয়া পড়ে। কিন্তু তা-হারা সমরে এরূপ পরাক্রম ও কৌশল প্রদ-র্শন করিতে লাগিল যে এথিনীয়ানেরা উভয় দিক্‌ হইতে একেবারে আক্রমণ করিয়াও তা-হাদিগকে পরাস্ত করিতে পারিল না।

এই সমাচার যখন আথেন্সে উপস্থিত হয় সেই সময় সাধারণসমাজ মধ্যে ক্লিয়ন্‌ ও নি-সিয়স্‌ এই দুই ব্যক্তি প্রধান ছিলেন তন্মধ্যে ক্লিয়ন্‌ অতি উদ্ধত ও অবিমৃষ্যকারী আর নি-সিয়স অপেক্ষাকৃত ধীর এবং বিজ্ঞ ছিলেন। ক্লিয়ন সাটোপে প্রস্তাব করিলেন রণক্ষেত্রে আমি সেনানী হইয়া সৈন্য পরিচালন করিলে স্পার্টানেরা অবশ্য পরাভূত হইবে। কিন্তু ক্লিয়নের যত পরাক্রম ও ক্ষমতা তাহা এথি-নীয়ানদিগের অবিদিত ছিল না, তথাপি তা-হারা আপাততঃ কৌতুহল দর্শনার্থ তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইল এবং তৎক্ষণাৎ সেনা-পতি করিয়া তাঁহাকে সমর ভূমিতে প্রেরণ করিল। ক্লিয়ন্‌ যাত্রা করিয়া স্ফাক্‌ট্রিয়ার

রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া সংগ্রাম আরম্ভ করিলে কেমন দৈবের বিচিত্র ঘটনা সহসা সেই সময় স্পার্টানদিগের শিবির মধ্যে অগ্নি লাগিয়া মহা বিশৃঙ্খলতা ঘটে তাহাতে স্পার্টানেরা ভয়ে একেবারে অভিভূত ও বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে সুতরাং ক্লিয়ন্ সহজেই তাহাদিগকে পরাজয় করিয়া বন্দীকৃত ও আপন দর্প সার্থক করিলেন। স্ফাকটিুয়াজয়ের পর ক্লিয়ন মাসিডোনিয়ায় বিদ্রোহ শান্তি করিতে যাইয়া স্পার্টান্ সেনাপতি ব্রাসিডসের সহিত অপর এক যুদ্ধে নিযুক্ত হন কিন্তু সেই যুদ্ধে ব্রাসিডাস কর্ত্তৃক সম্পূর্ণ রূপে পরাজিত ও নিহত হইয়াছিলেন আর ব্রাসিডাসও জয়লাভ করিয়া সেই সমরে স্বয়ং নিধন প্রাপ্ত হন। অনন্তর উভয় পক্ষই এইরূপে ক্রমিক দশ বৎসর সংগ্রাম করিয়া ক্ষীণবল ও নির্ধন হইয়া পড়ে এবং উভয় দলই সন্ধি বন্ধনে সমুৎসুক হয়। অবশেষে ৪২১ পূঃ খৃঃ উভয় রাজ্যে পরস্পর সন্ধি নিবদ্ধ হয়।

নিসিয়স্ এই সন্ধি বন্ধনের প্রধান প্রয়োজক ছিলেন।

সপ্তম অধ্যায়।

আল্‌সিবাইডিস—সিসিলির যুদ্ধ পূঃ খৃঃ ৪২১—৪১৩।

নিসিয়সের প্রযত্নে এইরূপে কিছু দিনের নিমিত্ত উভয় প্রতিদ্বন্দ্বি পক্ষে সন্ধি নিবদ্ধ হইল বটে কিন্তু অচিরেই আবার তাঁহার প্রতিযোগী আল্‌সিবাইডিস আথেন্সের সাধারণ সভায় প্রতিপন্ন হইয়া সন্ধি বিশ্লেষের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। আলসিবাইডিস যেমন অতি রূপবান মহাকুলোদ্ভব নানা গুণসম্পন্ন, সেইরূপ আবার অনেক দোষেরও আস্পদ ছিলেন। তিনি নিজ প্রাধান্য ও প্রতিষ্ঠা লাভের নিমিত্ত এথিনীয়ানদিগকে স্পার্টার সহিত সন্ধি বিশ্লিষ্ট করিয়া সংগ্রামে পুনঃ প্রবর্ত্তিত করেন। স্পার্টার নৃপতি এজিস সেই আক্রোশে মান্টিনির যুদ্ধে আথেন্সের পক্ষ আর্গসবাসীদিগকে আক্রমণ করিয়া সম্পূর্ণ পরাজয় করে। মান্টিনি-

র যুদ্ধের পর আল্‌সিবাইডিস স্বয়ং সেনাপতি হইয়া স্পার্টানদিগের বিপক্ষে যুদ্ধ আরম্ভ করেন সেই যুদ্ধে এথিনীয়ানেরা মিলস দ্বীপ জয় করিয়া আপনাদের অধীন করে। মিলস্‌ জয়ানন্তর আল্‌সিবাইডিস, নিসিয়স ও লামাকাসের সহিত মিলিত হইয়া সৈনাপত্যের ভার গ্রহণ পূর্ব্বক বহুল সৈন্য ও রণপোত সমভিব্যাহারে শিশিলি দ্বীপ জয় করিতে যাত্রা করেন। কিন্তু অতি ত্বরায় তাঁহাকে সেনাপতির পদ পরিত্যাগ করিয়া প্রত্যাবৃত্ত হইতে হয়। তাঁহার অনুপস্থিতিতে এখানে বিপক্ষ বর্গ তাঁহার নামে অভিযোগ উত্থাপন করিয়া দেশান্তরিত করিয়াছিল। তিনি সেই সমাচার শ্রবণে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া স্পার্টায় অবস্থান পূর্ব্বক স্পার্টানদিগকে শিশিলির সাহায্য করিতে পরামর্শ দিতে লাগিলেন। স্পাটানেরা তাঁহার প্রবর্ত্তনায় আপনাদের সৈনাধ্যক্ষ জিলিপাসকে বহু সৈনের সহিত শিশিলির সাহায্যার্থে প্রেরণ করে। সেখানেও শিশিলির সেনাপতি অতি সমর কুশল

হর্ম্মোক্রেটিস্‌ আপনার সদ্বক্তৃতায় সিরাকুশবাসীদিগকে সমুৎসাহিত করিয়া বিলক্ষণ পরাক্রম সহকারে আপনাদের নগর রক্ষা করিতে ছিলেন এমন সময় জিলিপাসের আনুকূল্য প্রাপ্ত হইয়া আরও দুর্জয় হইয়া উঠিলেন তখন এথিনীয়ানেরা আপনাদিগকে হীনবল দেখিয়া হতাশ হইয়া পড়িল বিশেষতঃ তাহাদের সেনাপতি নিশিয়স্‌ তাদৃশ সাহসিক ও রণপণ্ডিত ছিলেন না আর পোতাধ্যক্ষ ডিমস্থিনিসেরও তাঁহার অপেক্ষা বিশেষ অভিজ্ঞতা ছিল না সুতরাং তাঁহারা উভয়েই হর্ম্মোক্রেটিসের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া শত্রু কর্ত্তৃক নিহত হন অবশিষ্ট এথিনীয়ানেরা বন্দীকৃত হইয়া বিপক্ষদিগের দাসত্ব শৃঙ্খলে বদ্ধ ও তাহাদের পোত সকল গৃহীত হয়।

অষ্টম অধ্যায়।

ইগস্‌পটামাসের যুদ্ধ—আথেন্সের স্বাধীনতা বিলোপ—পূঃ খৃঃ ৪১৩—৪০৪।

শিশিলির যুদ্ধে আথেন্সের সমস্ত সম্পদ্, পরাক্রম ও গৌরব একেবারে ভগ্ন হইয়া যায়। এথিনীয়ানেরা এরূপ দুর্ব্বল ও নিস্তেজ হইয়া পড়ে যে সেই সময় স্পার্টানেরা মনোযোগ করিলেই অনায়াসে তাহাদের নগর অধিকার করিতে পারিত কিন্তু তাহারা তদ্বিষয়ে মনোযোগী না হইয়া কেবল দুর্গ নির্ম্মাণ পূর্ব্বক দেশ অবরোধ করিয়া উপদ্রব করিতে আরম্ভ করে সেই অবসরে আল্‌সিবাইডিসও ভয় প্রদর্শন করিয়া আথেন্সের মিত্র রাজ্য সকল স্পার্টার পক্ষ করিতে থাকেন হতভাগ্য এথিনীয়ানেরা তখন আপনাদিগকে নিতান্ত সহায় হীন ভাবিয়া আল্‌সিবাইডিসকে পুনঃ প্রতিরোপিত করিয়া পুনর্ব্বার স্বদেশে প্রত্যানয়ন করিল। আল্‌সিবাই-

ডিস্ আথেন্সে আসিয়া সাধারণ তন্ত্র প্রণালী উঠাইয়া আপনার মনোনীত চতুঃশত ব্যক্তির হস্তে শাসনকার্য্যের ভার অর্পণ করিলেন অনন্তর স্বয়ং সেনাপতি হইয়া স্পার্টানদিগের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক বহুস্থলে তাহাদিগকে পরাজিত করিয়া দমন করিতে লাগিলেন, আসিয়ামাইনরের এক যুদ্ধে তাহাদের বহু পোত গৃহীত ও পোতাধ্যক্ষ মিণ্ডেরাস নিহত হয়। তখন এথিনীয়ানেরা আবার পূর্ব্ববৎ আনন্দ সাগরে মগ্ন হইল। কিন্তু কিঞ্চিৎকাল পরে লাইসেণ্ডার স্পার্টার সেনাপতি হইয়া আল্‌সিবাইডিসের অনুপস্থিতিতে কোন সমুদ্র যুদ্ধে আথেন্সের সৈন্য সকল পরাজিত আর পোতাধ্যক্ষ আন্টিওকাসকে নিহত করেন। এই ঘটনায় এথিনীয়ানেরা আবার আল্‌সিবাইডিসের উপর সন্দিগ্ধ চিত্ত হইয়া পুনর্ব্বার তাঁহাকে নিষ্কাশিত এবং আপনাদের পূর্ব্বতন সাধারণ তন্ত্রপ্রণালী পুনঃ প্রবর্ত্তিত করে। আল্‌সিবাইডিস্ নির্ব্বাসিত হইলে তাহারা

কননকে সৈন্যাধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত করে। কনন আর্গিনুসের সন্নিধানে বিপক্ষের সহিত এক অর্ণবযুদ্ধে প্রবৃত্ত হন, সেই যুদ্ধে তিনি স্পার্টার রণপোত সকল পরাভব করিয়া হস্তগত করেন আর স্পার্টান সেনাপতি কালিক্রেটিডাস্ তাহাতে নিহত হন, কিন্তু তদনন্তর লাইসেণ্ডার পুনর্ব্বার তাহাদের সেনাপতি হইয়া ইগস্‌পটামাসের সংগ্রামে এথিনীয়ানদিগকে একেবারে উৎখাত করিয়াছিলেন। তিনি ইগস্ পটামীর কূলে বিপক্ষদিগকে সম্পূর্ণ পরাজিত ও তাহাদের অর্ণবতরি সকল গ্রহণ করিয়া সেই উদ্যমেই একেবারে প্রবলপ্রবাহের ন্যায় আথেন্সের তোরণাভিমুখে ধাবিত হন, অনন্তর কিয়দ্দিবস অবরোধের পর থেমিষ্টক্‌লিস্‌কৃত সুদৃঢ় প্রাকার ভগ্ন ও পাতিত করিয়া নগরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন। তখন এথিনীয়ানেরা একেবারে নিতান্ত নিরুপায় হইয়া পড়ে, সুতরাং তাহাদিগকে সহজেই স্পার্টার বশ্যতা স্বীকার করিতে হইল, লাইসেণ্ডার বল পূর্ব্বক

তাহাদিগকে বশ্যতা স্বীকার করাইয়া তাহাদের সাধারণ তন্ত্র প্রণালীর পরিবর্ত্তে ত্রিংশৎ নিষ্ঠুর স্পার্টানের শাসন তন্ত্র প্রবর্ত্তিত করেন, এইরূপে ইগস্ পটামের সংগ্রামে আথেন্সের সমস্ত পরাক্রম গৌরব ও স্বাধীনতা বিলুপ্ত হয়।

ত্রিংশৎ নৃশংসের শাসন—শক্রেটিসের মৃত্যু
পূঃ খৃঃ ৪০৪—৩৯৯।

ত্রিংশৎ দুরাত্মার হস্তে আথেন্সের শাসন ভার ন্যস্ত হইলে রাজ্য মধ্যে অতিশয় অত্যাচার ও উপদ্রব আরম্ভ হয়, প্রজা সকল অত্যন্ত নিগৃহীত ও পীড়িত হইতে থাকে, সকলই আপন আপন ধন প্রাণ ও মান রক্ষার্থে ব্যস্ত ও ব্যাকুল হয়, সাধু লোক সকল দেশ পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে পলায়ন করেন এবং মেদিনী পাপভরে আক্রান্ত ও রক্তের স্রোতঃ চতুর্দ্দিকে প্রবাহিত হইতে থাকে। ফলতঃ সেই ত্রিংশৎ দুরাত্মার শাসন কালে আথেন্স এরূপ শোচনীয় দশায়

পতিত হয়, যে তৎকালে শত্রুদিগেরও অনুকম্প্য হইয়া উঠে। স্পার্টানদিগের মধ্যে অনেকেই আপনাদের চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী এথিনীয়ানদিগের দুঃখে দুঃখিত হইয়া তাহাদের দুরবস্থা মোচনে সংকল্প করে। অধিক কি সেই দুরাত্মা শাসনকর্ত্তাদিগেরও মধ্যে থরামিনিস্ নামা কোন এক কোমলহৃদয় ব্যক্তি প্রজাদিগের দুরবস্থা দর্শনে কাতর হইয়া অত্যাচার নিবারণে যত্নবান হন, কিন্তু তাঁহার সহযোগী পাপাধম ক্রিটিয়াস্ তৎপ্রতি অসূয়াপরবশ হইয়া বিষপান দ্বারা তাঁহার প্রাণ সংহার করিতে আদেশ করেন। থরামিনিসের বধের পর দুরাত্মারা নিসপত্ন হইয়া আলাসবাইডিসের প্রাণ বিনাশ করিতে মন্ত্রণা করে। তাহাদেরি দুর্মন্ত্রণাপ্রেরিত হইয়া পারস্যরাজের সামন্ত ফর্ণাবাজাস আলাসবাইডিস্‌কে বিনষ্ট করেন। ইহারি কিঞ্চিৎ কাল পরে কৃতঘ্ন এথিনীয়ানেরা মিথ্যাপবাদ প্রদান দ্বারা প্রসিদ্ধ দর্শনবিৎ পণ্ডিত মহাত্মা শক্রেটিসের নামে অভিযোগ উত্থাপন করে।

সেই মিথ্যাপরাধে ৩৯৯ পূঃ খৃঃ অব্দে হেমলক নাম্নী বিষলতার রসপানে ধর্ম্মাত্মা শক্রেটিসের প্রাণ দণ্ড হয়।

এইরূপ বিষম সময়ে থ্রাসিবুলাস নামা একজন সুসাহিসক এথিনীয়ান্ ইতি পূর্ব্বে নির্ব্বাসিত হইয়াও জন্মভূমির দুরবস্থামোচনে যত্ন করেন, তিনি স্বদেশীয় বন্ধুবান্ধবগণকে ত্রিংশৎ দুরাত্মার উপর বৈরসাধনে সমুৎসাহিত করিয়া কতিপয় সহচরের সহিত সহসা আথেন্সে অভিপাত করেন এবং স্বহস্তে দুর্মতি ক্রিটিয়াসের প্রাণবধ করিয়া অপর দুরাত্মাদিগকে দূরীকৃত করিয়া দেন। এই সময় স্পার্টার নৃপতি পসেনিয়স লাইসেণ্ডারের উপর বিরূপ হইয়াছিলেন। তিনি এই ঘটনায় লাইসেণ্ডারের পক্ষে অনুকূলতা না করিয়া বরং এথিনীয়ান্‌দিগের প্রতি দয়া প্রকাশ করেন তাহাতে এথিনীয়ানেরা পূর্ব্ববৎ স্বাধীন হইয়া পূঃ খৃঃ ৩০৩ আপনাদের চির-প্রচলিত সাধারণতন্ত্রপ্রণালী পুনঃ স্থাপিত করে।

থ্রাসিবুলাসের প্রযত্নে এইরূপে এথিনীয়ানেরা স্বাধীন হইয়া ত্বরায় আর কোন তাদৃশ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয় নাই বিশেষ তাহাদের সেইরূপ পরাক্রম ও প্রভাব কিছুই ছিলনা, সেই সময় হইতে তাহারা কাব্য নাটক প্রভৃতির রসাস্বাদন এবং দর্শনেতিহাসাদি শাস্ত্রের আলোচনায় কালাতিপাত করিতে থাকে। তৎকালে আথেন্সে আরিষ্টফিনিস্ প্লেটো থুসিডিডিস্ প্রভৃতি কাব্য দর্শনেতিহাসবিদ্ পণ্ডিতগণ প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন।

নবম অধ্যায়।

স্পার্টার প্রাধান্য সাইরাসের অধীনে দশ সহস্র গ্রীক্ সৈন্যের অভিযান ও তাহাদের প্রত্যাবর্ত্তন ইত্যাদি পূঃ খৃঃ ৪০১—৩৭১।

আথেন্সের প্রতাপ অন্তর্হিত হইলে স্পার্টা নিসপত্ন হইয়া গ্রীসের মধ্যে সর্ব্ব

প্রধান হয়। কিন্তু স্পার্টানেরা কোন কালেই বিদ্যানুরক্ত ও কাব্য রস প্রিয় ছিল না, তাহারা চিরকালই সংগ্রাম প্রিয়। আথেন্সের তেজো হ্রাস করিয়া তাহারা অচিরেই আবার পারস্য সাম্রাজ্যের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়। পারস্যরাজ সাইরাস্ নিজ জ্যেষ্ঠ আর্টাজরক্সিসের সহিত রাজ্যাধিকারের নিমিত্ত বিবাদ করিয়া গ্রীক্দিগের সাহায্য গ্রহণ দ্বারা রাজ্য পাইবার সংকল্প করেন তদনুসারে তিনি স্পার্টার সাহায্য প্রার্থনা করিলে, স্পার্টানেরা সেই প্রার্থনায় সম্মত হইয়া সেনাপতি ক্লিয়ার্কাসের অধীনে দশ হাজার সৈন্য তাঁহার সাহায্যার্থে প্রেরণ করে। সাইরাস সেই দশ সহস্র গ্রীকসৈন্য সহায় করিয়া বেবিলনের সন্নিহিত কুনক্সার রণ ক্ষেত্রে জ্যেষ্ঠের সহিত সংগ্রাম করেন, সেই সংগ্রামে গ্রীকদিগের সহায়তায় সাইরসের জয়লাভ হয় কিন্তু তিনি স্বয়ং তাহাতে নিহত হন। সাইরসের মৃত্যুতে জয়োল্লাস বিষাদে পরিণত হইলে, গ্রীক সৈন্য সামন্তগণ

স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইবার চেষ্টা করে কিন্তু পারস্য রাজের সামন্ত টিসাফর্ণিস্ কপট বন্ধুতা প্রদর্শন পূর্ব্বক তাহাদিগকে ভোজনে নিমন্ত্রণ করিয়া তাহাদের সামন্তগণের প্রাণ সংহার করে তাহাতে সেই দশ সহস্র গ্রীক্ সৈন্য নায়ক বিহীনে শত্রুরাজ্যমধ্যে মহা ক্লেশ ও বিপদে পতিত হয় কিন্তু প্রসিদ্ধ পুরাবৃত্তবিদ্ পণ্ডিত জেনোফন অসম সাহস প্রদর্শনপূর্ব্বক সমস্ত বাধা ও বিপদ অতিক্রম করিয়া অবশেষে তাহাদিগকে পূঃ খৃঃ ৪০১ স্বদেশে প্রত্যানয়ন করেন।

সেই অবধি পারস্যের সহিত আবার গ্রীসের সংগ্রাম আরব্ধ হয়। সেই সময় স্পার্টা গ্রীসের মধ্যে সর্ব্ব প্রধান হইয়াছিল। স্পার্টার নৃপতি অদ্বিতীয় বীর এজিসলেয়স লাইকারগাসের বিধান সমূহ পুনরুজ্জীবিত করিয়া স্পার্টানদিগকে পূর্ব্ববৎ সাহসী ও সমর কুশল করিয়াছিলেন। তিনি আসিয়া মাইনরস্থ গ্রীক্ উপনিবেশ সকলের সহায়তাচ্ছলে সসৈন্যে পারস্যসাম্রাজ্য আক্রমণ

করিয়া তাহার অনেক উৎসেদ করেন তখন পারসিকেরা স্পার্টানদিগের সহিত যুদ্ধে আপনাদিগকে অপারক বিবেচনা করিয়া আর্গস্ করিন্থ আথেন্স প্রভৃতি গ্রীসের অন্যান্য নগর সকলকে সামদান প্রয়োগে বশীভূত করিয়া স্পার্টার বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবর্ত্তিত করে, তাহাতে সেই গ্রীক্ গণ পরস্পর এক যোগ হইয়া পূঃ খৃঃ ৩৯৪ অব্দে করিন্থ নগরের সন্নিধানে রণ সজ্জায় উপস্থিত হয়, স্পার্টানেরাও সুসজ্জীভূত হইয়া তৎক্ষণাৎ প্রতি গমন করিয়া সমরে তাহাদিগকে পরাজিত করে। কিন্তু এই সময় আথেন্সের সেনাপতি কনন পারস্য সামন্ত ফর্ণাবাজসের সাহায্যে মহতী নৌসেনা সংগ্রহ করিয়া এক সমুদ্র যুদ্ধে স্পার্টার পোত সকল আক্রমণ করিয়া ভগ্ন ও পোতাধ্যক্ষ পিসাণ্ডারকে নিহত করেন। স্পার্টাধিপ এজিসিলেয়স এই সমস্ত বার্ত্তাশ্রবণে আসিয়া হইতে সত্বর প্রতি নিবৃত্ত হন। সেই সময় বিপক্ষ দল ও পুনর্ব্বার মিলিত হইয়া করোণির রণক্ষেত্রে তাঁ-

হার আগমন প্রতিরোধে প্রয়াস করে, তিনি সম্মুখীন হইলে বিপক্ষেরা তাঁহার সহিত তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ করে, এজিসিলেয়স সেই সমরে স্বয়ং অত্যন্ত আহত হইয়াও পরিশেষে তাহাদিগকে বিত্রস্ত করিয়া জয়লাভ করেন। করোণির যুদ্ধের পর স্পার্টানেরা আত্মগৌরব রক্ষার্থে আপনাদের সৈন্যাধ্যক্ষ আণ্টালসিডাসকে প্রেরণ করিয়া পারস্যের সহিত সন্ধি বন্ধন করে, সেই সন্ধিতে আসিয়ামাইনরস্থ গ্রীসের তাবৎ উপনিবেশ এবং স্পার্টার সমুদয় রণপোত পারস্য সম্রাটের অধীন হয়। ফলতঃ স্পার্টানেরা আপানাদিগের গৌরব রক্ষার্থে এই সন্ধিতে স্বদেশের মহিমাকে শত্রু হস্তগত করিয়া কলঙ্কিত করে।

দশম অধ্যায়।

থিব্‌সের উন্নতি —পূঃ খৃঃ ৩৭১—৩৬১।

পারস্যের সহিত সন্ধি ঘটনার পর স্পার্টানেরা অনতিকাল বিলম্বেই আবার বিওসিয়ার রাজধানী থিব্‌সের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয় সেই সময় ঐ নগর গ্রীসের মধ্যে সমধিক পরাক্রান্ত হইয়াছিল। স্পার্টার সেনাপতি ফিবিডাস অন্যায় ও বলপূর্ব্বক থিব্‌সের অধীন কাড্‌মিয়া নামক দুর্গ অবরোধ করিয়া অধিকার করেন, তাহাতে থিবানেরা দুর্গ প্রত্যধিকারের নিমিত্ত স্পার্টানদিগের নিকট প্রার্থনা করিলে, তাহারা অধিকার প্রদানে অসম্মত হওয়ায় তদবধি স্পার্টার সহিত থিব্‌সের বৈরভাব সমুৎপন্ন হয়। তদনন্তর পি-

লপিডাস নামক এক জন থিব্‌সের হিতব্রতী সাহসিক পুরুষ স্ত্রীবেশে কতিপয় সঙ্গীর সহিত দুর্গ মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক দুর্গাধ্যক্ষ আর্চিয়াস ও অন্যান্য স্পার্টান সেনাপতিদিগকে বধ করিয়া আপনাদের দুর্গ পুনরধিকার করেন, এই রূপে যুদ্ধের সূত্রপাত হইয়া অনন্তর স্পার্টা ও থিব্‌স্ উভয়ের মধ্যে সমর আরম্ভ হয়। সেই সময়ে থিব্‌সে ইপামিনাণ্ডাস নামে এক জন অতি অসাধারণ যোগ্য লোক ছিলেন। তিনি যেমন অতিশয় বিদ্বান সত্যবাদী ও ধার্ম্মিক তেমনি অতি সমরকুশল সাহসিক ও দৃঢ়ব্রতী ছিলেন, থিবানেরা সেই উপস্থিত যুদ্ধে তাঁহাকেই সৈনাধ্যক্ষ করে। ইপামিনাণ্ডাস্ ৬০০০ মাত্র সৈন্য লইয়া চতুর্গুণ অধিক স্পার্টার সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হইলেন। তিনি পূঃ খৃঃ ৩৭১ অব্দে লিয়ুক্ট্রার রণক্ষেত্রে চতুর্দ্দশ শত সৈন্য ও সেনাপতি ক্লিয়ম্ব্রুটাস্‌কে বধ করিয়া স্পার্টানদিগকে সম্পূর্ণ পরাভব করেন। অনন্তর যাবৎ তিনি থিব্‌সের সেনাপতিছিলেন

তাবৎ থিবান্‌দিগের পরাক্রম ও গৌরব দিন দিন বর্দ্ধিত ও তাহাদের জয় পতাকা সর্ব্বত্র উড্ডীয়মান হইতে লাগিল। স্পার্টানেরা এথিনীয়ান দিগের সহিত মিলিত হইয়া আবার থিবানদিগের বিরুদ্ধে সংগ্রাম আরম্ভ করে। অবশেষে মাণ্টিনীর যুদ্ধে পুনর্ব্বার ইপামিনাণ্ডাসের নিকট পরাজিত হয়, কিন্তু সেই যুদ্ধে তিনিও প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর থিবসের পরাক্রম ও গৌরব ক্রমে তিরোহিত হইয়া বিলুপ্ত হয়।

একাদশ অধ্যায়।

গ্রীক্‌দিগের ধর্ম্মপ্রণালী ও উপাস্য দেবতা।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধ্যায়ে গ্রীক্‌দিগের অভ্যুদয় কালের ইতিবৃত্ত সকল অভিহিত হইল, উত্তরাধ্যায় হইতে ব্যসন কালের বিবরণ লিখিত হইবে, কিন্তু তদ্বিবরণ লিখিবার পূর্ব্বে তাহাদের ধর্ম্মপ্রণালী প্রভৃতির বিষয় কিঞ্চিৎ লেখা

আবশ্যক বোধ হওয়াতে এই অধ্যায়েই সংক্ষেপে তদ্বিষয়ের বিবরণ লিখিত হইতেছে।

প্রাচীন গ্রীকেরা ধর্ম্ম বিষয়ে পৌত্তলিক-মতের বশবর্ত্তী হইয়া আমাদের ন্যায় অশেষ প্রকার ভ্রান্তি সংকুল অযৌক্তিক মতে বিশ্বাস ও নানা দেব দেবীর প্রতিমা পূজা করিত। তাহাদের উপাস্য দেবতা সকল তিন শ্রেণী বিভক্ত ছিল। তন্মধ্যে জুপিটর, আপলো, মার্স, মার্কারি, বেকাস, বল্‌কন, জুনো, মির্ণার্বা, ভিনাস, ডায়না, সিরিস, এবং ভেষ্টা ইহারা প্রথম শ্রেণীস্থ স্বর্গীয় দেবতা। ইহাদের মধ্যে জুপিটর সর্ব্ব প্রধান, তিনি দেবরাজ নামে খ্যাত, তাঁহারি বজ্রের ভীষণ নির্ঘোষে সমস্ত জগৎ ভয়ে স্তব্ধ হয়! গ্রীকেরা তাঁহার পূজোপলক্ষে অলম্পিক্ মেলা স্থাপিত করে।

আপলো দেব জুপিটরের পুত্র, কাব্য নাটক ও সংগীতাদি চতুঃষষ্টি কলা এবং সর্ব্ব প্রকার ঔষধের অধিষ্ঠাতা। আর তিনি

ডেল্‌ফসের দেব মন্দিরে সর্ব্বদা অধিষ্ঠান করিতেন, তাঁহার প্রত্যাদেশে গ্রহণ না করিয়া গ্রীকেরা সন্ধি বিগ্রহাদি কোন কার্য্যেই প্রবৃত্ত হইত না। মার্স মির্ণা বা জুনো এবং ডায়নাকে গ্রীকেরা সংগ্রামের দেবতা বলিয়া মানিত।

মার্কারি বেকস এবং বল্‌কন ইহারা যথাক্রমে তস্কর মদ্যপ এবং কর্ম্মকারাদি শিল্পকরদিগের উপাস্য দেবতা।

ভিনাস্ রূপ সৌন্দর্য্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী।

দ্বিতীয় শ্রেণীর দেবগণের মধ্যে নেপ্‌চুন সর্ব্ব প্রধান। তিনি জলাধিষ্ঠাতা সামুদ্রিক দেবতা।

প্লুটো তৃতীয় শ্রেণীস্থ অমরবৃন্দের প্রধান। তিনি কাল স্বরূপ অতি ভীষণ, নরকের অধিষ্ঠাতা পাতালস্থ দেবতা।

এই সকল দেবতা ভিন্ন গ্রীকেরা আরও নানা প্রকার বন দেবতা এবং হরকুলাস্ প্রভৃতি প্রধান প্রধান বীরগণকেও দেববৎ মানিত।

তাহারা বিচিত্র সমুন্নত মন্দির মধ্যে এই সমস্ত দেবতার পাষাণময়ী প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়া বলিপ্রভৃতি বিবিধ উপহারে পূজা করিত।

গ্রীসের দার্শনিক পণ্ডিত।

গ্রীসের প্রাচীন দার্শনিক পণ্ডিতগণ আপনাদিগকে অলোকসামান্যধীসম্পন্ন বোধ করিতেন, কিন্তু তাঁহাদের অনেকের মত ভ্রান্ত ছিল; তাঁহারা বৃথা বাগাড়ম্বর দ্বারা নানা প্রকার ভাণ করিয়া লোক সাধারণকে ভ্রমকূপে নিক্ষেপ করিতেন। তাঁহাদের মধ্যে প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ কতিপয় পণ্ডিতের পরিচয় এ স্থলে প্রদত্ত হইতেছে।

থেল্‌স গ্রীসের প্রাচীন দর্শনবিৎ পণ্ডিতদিগের মধ্যে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি পূঃ খৃঃ ৬৪০ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার সময়ে গ্রীসে পিটেকাস বায়াস প্রভৃতি আর ৬ জন পণ্ডিত প্রাদুর্ভূত হন কিন্তু তিনি তাহাদের সকলের অপেক্ষা জ্ঞানী ছিলেন। গণিত ও

জ্যোতিষ শাস্ত্রের আলোচনায় তাঁহারি সর্ব্ব প্রথম খ্যাতি জন্মিয়াছিল।

থেলস একদা রজনীযোগে নভোমণ্ডলে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর বিষয় পর্য্যালোচনা করিতে করিতে গমন করিতেছিলেন। তাঁহার অন্তঃকরণ জ্যোতিষ্কের তত্ত্বানুসন্ধানে এরূপ মগ্ন হইয়া ছিল, যে তিনি স্খলিত পদ হইয়া এক পঙ্কিল খাতে পতিত হন। অনন্তর এক বৃদ্ধাস্ত্রী তাঁহাকে সেই পঙ্ক হইতে তুলিয়া কহেন, যে থেলস অতঃপর ভূতলে পদ নিক্ষেপ করিবার সময় ঊর্দ্ধমুখ হইও না।

পিটেকাস সুরাপানে একান্ত পরাঙ্মুখ ছিলেন। তিনি নিজ জীবনের মধ্যে এক দিবসের নিমিত্ত ও কোন প্রকার সুরাপান করেন নাই।

বায়াস্‌ সুবর্ণরজতাদি ধনকে অতিতুচ্ছ জ্ঞান করিতেন। তিনি যে নগরে বাস করিতেন, কোন সময়ে শত্রুসৈন্য সেই নগর আক্রমণ করিয়া লুণ্ঠন করিতে আরম্ভ করি-

লে, অন্যান্য নাগরিকগণ আপন আপন বহু মূল্য ধনরত্নাদি বিষয় সকল লুক্কায়িত করিয়া রাখে। কিন্তু বায়াস্ সেরূপ না করিয়া কহিয়াছিলেন, যে রত্নাদি ধন ক্রীড়নকতুল্য অতি-তুচ্ছ, আমার যে অমূল্য ধন তাহা আমার হৃদয় ভাণ্ডারে নিহিত আছে সে ধন স্পর্শ করিবার কাহারো ক্ষমতা নাই।

থেল্সের পর আনক্সিমেণ্ডার ভূগোল ও জ্যোতির্বিদ্যায় বিশেষ বিখ্যাত হইয়াছিলেন। পূঃ খৃঃ ৬১০ অব্দে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি গ্রীসে প্রথম এক প্রকার সূর্য্য—ঘড়ীর ব্যবহার প্রচলিত করিয়া যান।

পণ্ডিত পিথাগোরাস মানিতেন, যে মনুষ্যগণ মরিলে তাহাদের আত্মা পশুপক্ষ্যাদি জন্তু শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া আবার শরীরান্তর গ্রহণ করে, আর এইমত সমর্থনের নিমিত্ত ইহাও বলিতেন, যে তাঁহার আপন আত্মা কোন সময় পক্ষী শরীরে প্রবিষ্ট ছিল। তিনি পূঃ খৃঃ ৫৮০ অব্দে গ্রীসের অন্তঃপাতী সেমস্ দ্বীপে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। পাটীগণিত ও রেখা গণিতে তাঁহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল।

জ্ঞানীবর হিরাক্লিটাস এই জগৎকে এরূপ দুঃখের স্থান বোধ করিতেন, যে কাহাকে দেখিলেই শোকে তাঁহার চক্ষু হইতে অশ্রুধারা বিগলিত হইত, এই নিমিত্ত তাঁহাকে সকলে দুঃখশীল পণ্ডিত বলিত।

দর্শনবিৎ ডিমক্রিটাসের মত ঠিক হিরাক্লিটাসের মতের বিপরীত ছিল। তিনি তাঁহার মত শোক তাপ না করিয়া সর্ব্বদা হাস্য রহস্য করিতেন, তন্নিমিত্ত লোকে তাঁহাকে পাগল মনে করিত।

পদার্থবিৎ পণ্ডিত আনক্সাগোরাস পূঃ খৃঃ ৪৮০ অব্দে প্রাদুর্ভূত হন। তিনি আকাশকে শিলাময় আর সূর্য্যকে তপ্ত লৌহ পিণ্ডময় জ্ঞান করিতেন।

প্রসিদ্ধ বিজ্ঞানবিৎপণ্ডিত শক্রেটিস পূঃ খৃঃ ৪৬৮ অব্দে আথেন্সের সন্নিহিত কোন পল্লীতে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি গ্রীক্ দার্শনিকদিগের মধ্যে প্রকৃত জ্ঞানী ও যথার্থ

তত্ত্বদর্শী ছিলেন। এথিনীয়ানেরা যে সকল কুনীতির অনুসরণ ও দেব দেবীর পূজা করিত শক্রেটিস তাহা করিতেন না, তিনি কেবল একমাত্র জগৎকর্ত্তা পরমেশ্বর মানিতেন এবং যাহাতে মনুষ্যগণ ভ্রমকূপে পতিত না হইয়া প্রকৃত ধর্ম্মপথে চলে ও সুখী হইতে পারে, এরূপ চেষ্টা সর্ব্বদা করিতেন। এই নিমিত্ত দুরাত্মা এথিনীয়ানেরো তাঁহার প্রতি বিদ্বেষ করিয়া মিথ্যাপবাদ প্রদান দ্বারা তাঁহার নামে অভিযোগ উত্থাপন করে। শক্রেটিস সেই মিথ্যাপরাধগ্রস্ত হইয়া আত্ম প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন।

শক্রেটিসের প্রিয় শিষ্য প্লেটো পুঃ খৃঃ ৪২৯ অব্দে আথেন্স নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রথম কাব্য শাস্ত্রের অনুশীলনে অনুরক্ত ছিলেন, তৎপরে বিজ্ঞানের আলোচনায় মনোনিবেশ করিয়া শক্রেটিসের মত অদ্বিতীয় পণ্ডিত হন। শক্রেটিস আপন মৃত্যুর কিয়দ্দিবস পূর্ব্বে নিজ শিষ্যমণ্ডলীকে যে সকল উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, প্লেটো তৎসমুদয় সংকলন করিয়া জীবাত্মার নিত্যত্ববিষয়ে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন, তাহা পাঠ করিলে আত্মার অনশ্বরত্ব বিষয়ে অণুমাত্র সংশয় থাকে না। কোন সময়ে ক্লিয়ম্ব্রুটাস নামে একজন এথিনীয়ান প্লেটোর প্রণীত সেই গ্রন্থ পাঠে আপনি ইচ্ছা করিয়া আত্মপ্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন।

আরিষ্টটল প্লেটোর শিষ্য ও মহাবীর আলেক্জাণ্ডারের গুরু ছিলেন। তিনি পুঃ খৃঃ ৩৮৪ অব্দে ষ্টাগিরা নামক কোন নগরে জন্ম গ্রহণ করেন। আরিষ্টটলের সপ্তদশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে পিতা মাতার কাল হয়, তাহাতে তিনি আথেন্সে আসিয়া বাস এবং প্লেটোর নিকট বিজ্ঞান শাস্ত্র পাঠ করিতে আরম্ভ করেন। অনন্তর ক্রমিক দশ বৎসর অধ্যয়ন করিয়া প্লেটোর মত বিলক্ষণ জ্ঞানী ও তত্ত্বদর্শী হইয়া উঠেন। তখন তিনি আথেন্সের সন্নিহিত আকাডেমিয়া নামক কুঞ্জে বিদ্যালয় স্থাপন পূর্ব্বক স্বয়ং অধ্যাপনা করিতে আরম্ভ করেন। পুঃ খৃঃ ৩৪২

অব্দে মাসিডনাধিপ ফিলিপ আরিষ্টটলকে আপন পুত্রের শিক্ষকতাপদে নিযুক্ত করেন, তাহাতে তিনি মাসিডনে যাইয়া কিছুকাল আলেকজাণ্ডারকে অধ্যয়ন করান। অনন্তর তথা হইতে পুনর্ব্বার আথেন্সে আসিয়া স্বীয় অধ্যাপনা বৃত্তিতে বিলক্ষণ প্রতিষ্ঠা লাভ করেন।

আরিষ্টটল এরূপ চমৎকার প্রণালীক্রমে আপন শিষ্যদিগকে ধর্ম্মনীতি ও মনোবিজ্ঞান শাস্ত্রে উপদেশ প্রদান করিতেন যে তাহাতেই তিনি বিখ্যাত হইয়াছিলেন। আর তাঁহার শিষ্যগণও পেরিপেটিক নামে খ্যাত হয়।

ইপিকিয়ুরিয়ান্ সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক পণ্ডিত ইপিকিয়ুরাস পূঃ খৃঃ ৩৪২ অব্দে সেম্স দ্বীপে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার মতে সর্ব্ব প্রকার ইন্দ্রিয় সুখভোগই পরম পুরুষার্থ ও জীবনের প্রধান লক্ষ্য। তিনি ৩৫ বৎসর বয়ঃক্রম কালে আথেন্সে আসিয়া পাঠশালা

স্থাপন পূর্ব্বক আপনার ঐ মতে শিক্ষা প্রদান করিয়া বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হইয়াছিলেন।

সাইপ্রাস্ বাসী বিজ্ঞানবিৎ জিনো পূঃ খৃঃ ২৯২ অব্দে আথেন্সে প্রাদুর্ভূত হন। তিনি ইপিকিয়ুরিয়ান সম্প্রদায়ের বিরোধী ছিলেন। তাঁহার মতে ইন্দ্রিয়নিগ্রহ ও সর্ব্বপ্রকার ক্লেশ ভোগই পারত্রিক সুখের মূল।

ডাওজিনিস্ গ্রীক দার্শনিকদিগের মধ্যে অতি কদাচার ছিলেন। আহার বিহার ও শয়নাদি বিষয়ে তাঁহার কোন রূপ আচার বিচার ছিল না। তিনি সর্ব্বদা অতি কুৎসিত ও মলিনবেশে থাকিতেন। তাঁহার মতে মনুষ্য এই সংসারে অতি যৎসামান্য সুখ ভোগ করিতে পায়।

গ্রীসের প্রাচীন কবি।

হোমার গ্রীসের প্রাচীন কবিকুলের চূড়ামণি ছিলেন, কিন্তু তিনি কোন স্থানেও কোন সময়ে জন্ম গ্রহণ করেন তাহার বিশেষ অবধারণ নাই। তদ্বিষয়ে অনেক মত ভেদ

দৃষ্ট হয়। সাতটি নগর তাঁহার জন্মভূমির গৌরব বিষয়ে পরস্পর স্পর্দ্ধা করিয়া থাকে। ফলতঃ তাঁহার প্রকৃত জন্ম বৃত্তান্ত পাওয়া অতি কঠিন। তবে অনেক প্রধান প্রধান পণ্ডিত এরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে এই মহা কবি পূঃ খৃঃ ৮৫০ অব্দে আসিয়াস্থ গ্রীক উপনিবেশের অন্তর্গত কায়াস দ্বীপে উৎপন্ন হন। তিনি অন্ধ ও অতি দরিদ্র ছিলেন। পরিব্রাজকের ন্যায় দেশে দেশে আপন কবিতা সকল গান করিয়া বেড়াইতেন। প্রণীত ইলিয়ড এবং অডিসি নামে দুইখানি অত্যুৎকৃষ্ট কাব্য আছে।

হোমারের পর প্রসিদ্ধ কবি হিসিয়ড় প্রাদুর্ভূত হন। তাঁহারও হোমারের ন্যায় অসাধারণ কবিত্ব শক্তি ছিল। তিনি বিয়োসিয়ার অন্তর্গত কোন পার্ব্বত্য গ্রামে জন্ম গ্রহণ করিরাছিলেন।

হোমার ও হিসিয়ড ভিন্ন গ্রীসে আরও কতকগুলি সংগীতরচনানিপুণ কবি ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে আনাক্রিয়ণ পিণ্ডার এবং

সিমনিডিস্ ও থিয়ক্রিটাস্ এই চারি জন বিশেষ বিখ্যাত হইয়াছিলেন। নাটককৃৎ কবিগণের মধ্যে ইশ্চিলাস, শফোক্লিস্, ইয়ুরিপিডিস্, এবং আরিষ্টফনিস্ এই কএক জন কবি সমধিক প্রসিদ্ধ ছিলেন। ইশ্চিলাস পূঃ খৃঃ ৫২৫ অব্দে আটিকার অন্তর্গত কোন গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি সিমনিডিস্ ও পিণ্ডারের সমকালে প্রাদুর্ভূত হইয়া গ্রীসে প্রথম করুণরসপ্রধান নাটক রচনা করিয়া কীর্ত্তি লাভ করিয়াছিলেন।

ইশ্চিলাসের তরুণ প্রতিযোগী শফোক্লিস্ পূঃ খৃঃ ৪৯৫ অব্দে আথেন্সের অনতিদূরস্থ কলনাস্ নামক কোন গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি নাট্য নৈপুণ্যে ইশ্চিলাসকে পরাজিত করিয়া পারিতোষিক প্রাপ্ত হন, তদবধি আথেন্সের নাট্যশালায় বিশেষ প্রাদুর্ভূত হইয়া অদ্বিতীয় খ্যাতিলাভ করেন। তাঁহা হইতে গ্রীসে নাট্য শাস্ত্রের অনেক সমুন্নতি হইয়াছিল।

ইয়ুরিপিডিস্ পূঃ খৃঃ ৪৮০ অব্দে সালা-

মিস্ দ্বীপে উৎপন্ন হন। তাঁহার পিতা মাতা পারস্য সংগ্রামের সময় আথেন্স হইতে পলায়ন করিয়া উক্ত দ্বীপে বাস করিয়াছিলেন। তাহাতেই সালামিসে ইয়ুরিপিডিসের জন্ম হয়। তিনি প্রোডিকাসের নিকট অলঙ্কার শাস্ত্র আনক্সগোরাসের সমীপে পদার্থ বিদ্যা এবং কিছুকাল শক্রেটিসের শিষ্য হইয়া বিজ্ঞান শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। অনন্তর পূঃ খৃঃ ৪৪১ অব্দে নাটক রচনা করিয়া সহৃদয়গণের মনোরঞ্জন করেন, তদবধি তিনি শফোক্লিসের প্রতিযোগী হইয়া আথেন্সের রঙ্গ-ভূমিতে লব্ধপ্রতিষ্ঠ হন।

আরিষ্টফনিস্ হাস্য রস প্রধান নাটক রচয়িতা কবিগণের প্রধান ছিলেন। তিনি পূঃ খৃঃ ৪২৭ অব্দে স্বরচিত অভিনব নাটকের অভিনয় দ্বারা সামাজিক দিগের চিত্ত বিনোদন করিয়া বিলক্ষণ যশোলাভ করিয়াছিলেন। পূঃ খৃঃ ৪৪৪ অব্দে তাঁহার জন্ম হয়।

গ্রীসের পুরাবৃত্ত.রিদ্ পণ্ডিত।

কাব্য দর্শন প্রভৃতি শাস্ত্রের অনুশীলন করিয়াও গ্রীকদিগের মহত্ত্ব ও গৌরব সমুৎপন্ন হয় নাই। পুরাবৃত্ত ও সাহিত্য শাস্ত্রের আলোলচনা হইতেই তাহাদের প্রকৃত মাহাত্ম্য এবং সভ্যতা জন্মে। প্রাচীন পুরাবৃত্ত বিদ্ পণ্ডিত হিরোডোটাস প্রথম ইতিহাস গ্রন্থ রচনা করিয়া গ্রীক্ দিগের সভ্যতা ও গৌরব বর্দ্ধন করিয়া যান। তিনি পূঃ খৃঃ ৪৮৪ অব্দে ডোরীয় উপনিবেশের অন্তর্গত কেরিয়া নামক কোন স্থানে জন্ম গ্রহণ করেন। ইতিহাস লিখিবার পূর্ব্বে হিরোডোটাস বিজ্ঞতা লাভের নিমিত্ত গ্রীসের তাবৎ নগর এবং আসিয়া মাইনর ও মিসর প্রভৃতি অনেক দেশ পরিভ্রমণ করিয়া ছিলেন। পারস্য সংগ্রামের সময় তিনি আয়োনীয় ভাষায় স্বীয় ইতিহাস লিখিতে আরম্ভ করেন। লেখা শেষ হইলে অলম্পিক মেলায় প্রথম পড়িয়া আপন ইতিহাস প্রচারিত করেন। তাঁহার ইতিহাসের রচনা অতি প্রাঞ্জল এবং মনোহারিণী ছিল।

গ্রীসের প্রধান পুরাবৃত্তজ্ঞ পণ্ডিত থুসিডিডিস্ পূঃ খৃঃ ৪৭১ অব্দে আথেন্স নগরে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি অতি সম্ভ্রান্ত ও ধনবান ছিলেন। প্রসিদ্ধ বীর মিল্টাইডিসের সহিত কুল সম্বন্ধ এবং থ্রেসদেশে তাঁহার সুবর্ণের খনি ছিল। পূঃ খৃঃ ৪২৪ অব্দে তিনি সৈন্যাধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত হইয়া আম্ফিপলিস নগর উদ্ধারার্থ থেসসে স্পার্টান্ সেনাপতি ব্রাসিডাসের বিরুদ্ধে যাত্রা করেন। কিন্তু সেই যুদ্ধে অকৃতকার্য্য হওয়াতে এথিনীয়ানেরা তাঁহাকে নির্ব্বাসিত করিয়া দেয়। তাহাতে তিনি পিলপনিসসে যাইয়া ক্রমিক বিংশতি বৎসর বাস করেন। পিলপনিসীয় সংগ্রামের সময় তিনি ইতিহাস লিখিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার ইতিহাসের রচনা যেমন সংক্ষিপ্ত সেই রূপ অতিশয় গাঢ়, আর বিবরণ সকল যথার্থ নিরপেক্ষ ও অত্যুক্তি দোষ বর্জ্জিত ছিল। ফলতঃ ইতিহাসে তিনি এক জন অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন।

এথিনীয় ইতিহাস বিদ্ পণ্ডিত জেনোফন পূঃ খৃঃ ৪৪৪ জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি শক্রেটিসের শিষ্য ও তাঁহার মত অতি বিশুদ্ধ চরিত্র ছিলেন। পূঃ খৃঃ ২২৪ অব্দে ডিলিয়ামের রণ ক্ষেত্রে শক্রেটিস্ কর্ত্তৃক তাঁহার জীবন রক্ষিত হয়। জেনোফন অনেক গুলি গ্রন্থ লিখিয়া ছিলেন। তাঁহার প্রণীত গ্রন্থ অদ্যাপি পাওয়া যায়। তন্মধ্যে আনাবেসিস্ নামক গ্রন্থখানি তাঁহার যশোলাভের হেতু। সেই গ্রন্থে পারস্যাধিপ সাইরাসের অধীন দশ সহস্র গ্রীক্ সৈন্যের অভিযান ও তাহাদের প্রত্যাবর্ত্তনের বিবরণ লিখিত হয়। অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে শক্রেটিসের জীবনচরিতবিষয়ক কএক খানি সন্দর্ভও অতি উৎকৃষ্ট। শক্রেটিসের প্রাণ দণ্ডের সময় তৎপক্ষ সমর্থনোদ্দেশেই সেই কএক খানি সন্দর্ভ লিখিত হইয়াছিল।

—oo—

দ্বাদশ অধ্যায়।

মাসিডনের প্রাধান্য—ফিলিপ—পূঃ খৃঃ ৩৫৯—৩৩৬।

থিবসের প্রভাব তিরোহিত হইলে মাসিডন গ্রীসের মধ্যে সর্ব্ব প্রধান হইয়া উঠে। সেই সময় গ্রীকেরা আপনাআপনি কলহ করিয়া ধর্ম্ম যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়। ফোসিয়ার অধিবাসিরা ডেল্‌ফসের দেবত্র ক্ষেত্রে হল যোজনা করাতে আম্ফিক্‌টিয়ন সমাজ তাহাদিগের গুরুতর অর্থ দণ্ড করে। ফোসিয়াবাসিরা সেই অর্থ দণ্ড স্বীকারে অসম্মত হইয়া সংগ্রামে উদ্যত হয়। তাহাতে স্পার্টা আথেন্স এবং একিয়া তাহাদের পক্ষে সাহায্য করে। আর থিবস্ লোক্রিয়া ও থেসেলি ইহারা আম্ফিক্‌টিয়ন সমাজের পক্ষ হয়। মাসিডনাধিপ ফিলিপও এই পক্ষে সাহায্যার্থ প্রার্থিত হন। ফিলিপ তৎকালে

গ্রীসের মধ্যে অসাধারণ বীরত্ব প্রকাশ করিতে ছিলেন। তিনি নিজ ভুজবলে উপকূলবর্ত্তী গ্রীসের সমুদয় উপনিবেশ করগত করিয়া আপন শাসনাধীন করিয়াছিলেন। এই-যুদ্ধে সৈনাপত্যে নিযুক্ত হইয়া গ্রীকদিগের উপর আরও আপনার অলৌকিক বিক্রম ও গৌরব প্রতিষ্ঠিত করেন। কিন্তু তিনি অত্যন্ত দুরাকাঙ্ক্ষ, এইরূপ ক্ষমতালাভেও সন্তুষ্ট না হইয়া ক্রমে সমুদয় গ্রীসের উপর আপন আধিপত্য স্থাপন করিবার সংকল্প করিলেন। গ্রীকেরা প্রথম তাঁহার অভিসন্ধি বুঝিতে পারে নাই। কিছুকাল পরেই তাঁহার উপর সন্দিগ্ধ চিত্ত হয় বটে কিন্তু তাহাদের সেরূপ সাহস ও পরাক্রম ছিল না এবং মিল্‌টাইডিস ও ইপামিনণ্ডাস প্রভৃতি গ্রীসের সে সকল সেনাপতিও ছিল না, যে তাহারা তাঁহার সহিত প্রতিপক্ষতা করে। এই সময়ে কেবল আথেন্সে ডিমস্থিনিস নামে একজন অতি অসাধারণ লোক প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। তিনি বাল্যকালে তাদৃশ প্রতিভান্বিত

ছিলেন না, আর তাঁহার নানা প্রকার স্বাভাবিক বিড়ম্বনাও ছিল। কিন্তু তিনি নিজ যত্ন ও পরিশ্রমে সেই সকল নৈসর্গিক প্রতিবন্ধক অতিক্রম করিয়া পরে অসাধারণ খ্যাতি লাভ করিয়া ছিলেন। জগতে তাঁহার তুল্য বাগ্মী অদ্যাপি কেহই জন্ম গ্রহণ করেন নাই। সেই মহানুভব কেবল ফিলিপের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার দুরাকাঙ্ক্ষা বুঝিতে পারিয়া নিজ অলৌকিক বক্তৃতা শক্তিতে থিবান্ ও এথিনীয়ান্ প্রভৃতি গ্রীকদিগকে সমুত্তেজিত করিয়া ফিলিপের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবর্ত্তিত করেন। কিন্তু পূঃ খৃঃ ৩৩৮ অব্দে তাহারা কিরোনিয়ার রণক্ষেত্রে ফিলিপের নিকট সম্পূর্ণ পরাজয় প্রাপ্ত হয়। তদবধি গ্রীকদিগের প্রতাপ ও স্বাধীনতা একেবারে চিরকালের নিমিত্ত বিনষ্ট এবং ফিলিপের প্রভুতা সর্ব্বত্র অপ্রতিহত রূপে স্বীকৃত হয়। ফিলিপ গ্রীসের অধীশ্বর হইয়া গ্রীক নৃপতিগণের অপেক্ষা অনেকাংশে গ্রীকদিগকে উৎকৃষ্ট

রূপে শাসন করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার অনেক দোষ ছিল। সেই সকল দোষের মধ্যে পানদোষই অতি প্রবল ছিল। যখন তিনি সুরাপানে মগ্ন হইতেন তখন একেবারে উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিতেন। যাহা হউক তিনি এইরূপ দোষাসক্ত হইয়াও সর্ব্বদা সাবধান ও সতর্ক থাকিতেন। গ্রীস জয় করিয়া ফিলিপ আবার পারস্য জয় করিতে সংকল্প করেন। কিন্তু অচিরেই পসেনিয়স নামক এক দুরাত্মার হস্তে নিহত হয়েন। তাঁহার মৃত্যুতে গ্রীকেরা অতিশয় আনন্দিত হয় এবং মাসিডনের প্রভু শক্তির বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান করে।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

আলেক্‌জাণ্ডার পূঃ খৃঃ ৩৩৬—৩২৩।

ফিলিপের মৃত্যু হইলে তৎপুত্র আলেকজাণ্ডার মাসিডনের রাজা হন। যখন তিনি পিতৃ সিংহাসনে আধিরোহণ করেন, তখন

তাঁহার বয়ঃক্রম বিংশতি বর্ষ মাত্র, কিন্তু সেই অল্প বয়সেই তিনি আপনার অলৌকিক ক্ষমতা ও অসাধারণ বীরত্বের লক্ষণ সকল প্রদর্শন করিয়াছিলেন। প্রথমতঃ রাজ্যে অভিষিক্ত হইলে তাঁহাকে বালক বোধ করিয়া চতুর্দ্দিক্ হইতে একেবারে শত্রু কুল উজ্জৃম্ভিত হইয়া উঠে। থ্রেস ও মাসিডনের উদীচ্যবাসী অসভ্যেরা বিদ্রোহে অভ্যুত্থান করিয়া উপদ্রব করিতে আরম্ভ করে, গ্রীকেরা মাসিডনের প্রভুতা অস্বীকার করিয়া আপনাদের স্বতন্ত্রতা রক্ষা করিতে যত্নবান হয়। কিন্তু আলেকজাণ্ডার এই সকল-বিপ্রতিপত্তি দর্শন করিয়া কিঞ্চিন্মাত্র শঙ্কিত হন নাই। তিনি তৎক্ষণাৎ অস্ত্রধারণ পূর্ব্বক সেই শত্রুদিগকে একে একে পরাজিত করিয়া দমন করতে লাগিলেন। প্রথমতঃ থ্রেস ও মাসিডনের পার্ব্বত্যদিগকে দমন করিয়া তাহাদিগের উপর আপনার আধিপত্য স্থাপিত করেন। অনন্তর গ্রীকদিগের উপর আপন প্রতাপ বিস্তার করিতে আরম্ভ করিলেন। গ্রীক-

দিগের মধ্যে থিবানেরাই প্রথম তাঁহার লক্ষ্য ও ভীষণ কোপে পতিত হইয়া দুর্বিষহ তেজ সহ্য করিয়াছিল। তাহারা থ্রেসের পার্ব্বতীয়গণ কর্ত্তৃক আলেকজাণ্ডার নিহত হইয়াছে এইরূপ সমাচার শুনিয়া গ্রীকদিগের মধ্যে অগ্রে মাসিডনের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত হইয়াছিল। আলেকজাণ্ডার সেই অপরাধে অগ্রে থিব্‌স আক্রমণ করিয়া ক্রোধে একেবারে ভূমিসাৎ করিয়া ফেলিলেন এবং দ্বাদশ সহস্র থিবানের মুণ্ডচ্ছেদ ও অবশিষ্টদিগকে বন্দীকৃত করিয়া দাসরূপে বিক্রীত করেন। তাঁহার এই রূপ ভয়ানক প্রভাব ও হঠ-ব্যবহার দর্শনে এথিনীয়ান্ প্রভৃতি অপরাপর গ্রীকেরা ভীত হইয়া তৎক্ষণাৎ দূত প্রেরণ দ্বারা তৎপিতা ফিলিপের ন্যায় তাঁহারও প্রাধান্য ও প্রভুতা স্বীকার করে।

আলেকজাণ্ডার এই প্রকারে নিজ বাহুবল দ্বারা গ্রীসের সর্ব্বত্র আপন আধিপত্য স্থাপন করিয়া ভুবন বিজয়ের সংকল্প করিলেন। তদনুসারে তিনি প্রধান অমাত্য আন্টিপি-

টারের হস্তে দ্বাদশ সহস্র সৈন্য সহিত সমস্ত রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া পুঃ খৃঃ ৩৩৪ অব্দে পঞ্চত্রিংশ সহস্র সৈন্য সমভিব্যাহারে পারস্য সাম্রাজ্য আক্রমণ করিতে অভিযান করেন। তিনি যাত্রা করিয়া প্রথম আসিয়ামাইনরের কূলে উত্তীর্ণ হইয়া ট্রয়ের ভূতপূর্ব্ব রণক্ষেত্র দর্শন করিলেন। অনন্তর তথাহইতে উত্তরাস্যে গমন করিয়া গ্রানিকাস্ নদীর তীরে উপস্থিত হন। তথায় পারসিকেরা বিংশতি সহস্র গ্রীক্ সৈন্যের সহিত তাঁহার গতিরোধ করে। তিনি অগ্রে পারসিকদিগকে আক্রমণ করিয়া দুই জন সেনাপতির প্রাণবধপূর্ব্বক তাহাদিগকে উৎসারিত করিলেন। পশ্চাৎ গ্রীক্ সৈন্যের প্রতি ধাবিত হইয়া তাহাদিগকে পরাস্ত ও কারারুদ্ধ করেন। এই রূপে গ্রানিকাসের কূলে শত্রুসৈন্য পরাজিত করিয়া সার্ডিস্ নগর আক্রমণ করিতে দক্ষিণাভিমুখে প্রয়াণ করিলেন। তিনি নগরোপকণ্ঠে সমাগত হইলে, সার্ডিস ভয়ে তাহার বশ্যতা মানিল। তাহাতে তিনি তথায় এক দল সৈন্য

নিবেশিত করিয়া তথাহইতে ইফিসস্, মাগনিসিয়া প্রভৃতি নগর সকল জয় করিতে২ হালিকার্ণেসস্ নগরীর সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। এই নগর শত্রুদিগের কর্ত্তৃক সুরক্ষিত হইয়া ক্ষণকাল তাঁহার প্রতি বাধা প্রদান করে। আলেক্জাণ্ডার সেই ক্রোধে ইহাকে একেবারে সমূলোৎপাটিত করেন। অনন্তর শীত ঋতু সমাগত হইলে তিনি নিজ সৈন্যাধ্যক্ষ পার্মিনিয়োকে সার্ডিসের শীতলাঞ্চল সকল জয় করিতে আদেশ করিলেন। আর স্বয়ং কিয়ৎ সংখ্যক সৈন্যের সহিত নির্গত হইয়া উপকূল সন্নিহিত লিসিয়ার ও পাম্ফিলিয়ার নগর সকলে আপন জয়পতাকা উড্ডীন করিতে২ ফ্রিজিয়ার অভিমুখে চলিলেন। ফ্রিজিয়ায় উত্তীর্ণ হইয়া শিবির নিবেশিত করিলে সৈন্যাধ্যক্ষ পার্মিনিয়ো পুনর্ব্বার তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন। এবং সেই সময় মাসিডোনিয়া হইতে এক দল নূতন সৈন্য আসিয়া উপস্থিত হইল।

তখন তিনি ফ্রিজিয়ার প্রাচীন রাজধানী

গর্ডিয়মে যাইয়া, তথাকার দুর্ভেদ্য গ্রন্থিচ্ছেদন পূর্ব্বক তত্রত্য লোকদিগের অন্তঃকরণে আপনার সার্ব্বভৌমত্বের প্রতীতি জন্মাইলেন।

এই রূপে বৎসর শেষ ও পুনর্ব্বার বসন্ত সমুপাগত হইল। আলেক্‌জাণ্ডার সেবার পূর্ব্বদিগ্‌ভাগ জয় করিতে অগ্রসর হইলেন। তিনি গর্ডিয়ম হইতে যাত্রা করিয়া কাপাডোসিয়া নগর অধিকার পূর্ব্বক টরাসগিরির অভ্যন্তর দিয়া সিলিসিয়া প্রদেশে অবতীর্ণ হইলেন। তথায় টর্সস নগর তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিল। তখন তিনি চিরসঞ্চিত যুদ্ধ সন্তাপ শান্তির নিমিত্ত সিড্‌নাস্ নদীর শীতল জলে স্নান করিলেন। সেই জলে স্নান করাতে অকস্মাৎ তাঁহার অতিশয় জ্বর হয়। আর সেই সময় এক খানি পত্র তাঁহার হস্তে আসিয়া পড়ে। পত্রার্থ এই যে আপনার চিকিৎসক ফিলিপ পারস্যরাজ দেরায়াসের নিকট উৎকোচ গ্রহণ করিয়া ঔষধচ্ছলে আপনাকে

বিষ পান করাইবেন অতএব আপনি সাবধান হইবেন।

ফিলিপের প্রতি আলেক্‌জাণ্ডারের সাতিশয় শ্রদ্ধা ছিল। অতএব তিনি কোনরূপে তাঁহার উপর সন্দিগ্ধচিত্ত না হইয়া তৎপ্রদত্ত ঔষধ সেবন করিতে২ সেই পত্রখানি ফিলিপের হস্তে দিলেন। ফিলিপ আপনার প্রতি স্বামীর তাদৃশ দৃঢ় বিশ্বাস দেখিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন। এবং আলেক্‌জাণ্ডারও সেই ঔষধ সেবনে শীঘ্র সুস্থ হইয়া উঠিলেন। সুস্থ হইবার পর কতিপয় দিবস অতিবাহিত হইলে সংবাদ উপস্থিত হইল, যে পারস্যরাজ দেরায়াস ৬ লক্ষ সৈন্যের সহিত তাঁহার গতিরোধার্থ ইসস্ প্রদেশের সন্নিহিত পিরানাস্ নদীর কূলে শিবির সন্নিবেশিত করিয়াছেন। আলেক্‌জাণ্ডার সেই সংবাদ শ্রবণ মাত্র তৎক্ষণাৎ সজ্জীভূত হইয়া বিপক্ষ শিবির প্রতি ধাবিত হইলেন। এবং অচিরে শত্রু সৈন্য আক্রমণ পূর্ব্বক যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। তাঁহার অসাধারণ সাহস ও

রণনৈপুণ্য দেখিয়া দেরায়াস ভয়ে অগ্রেই রণস্থল পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করেন।

পশ্চাৎ সৈন্যগণও তাঁহার দৃষ্টান্তানুসরণ করিল। সুতরাং আলেক্‌জাণ্ডার সম্পূর্ণ জয় লাভ করিলেন। জয়ের পর তাঁহার সেনাগণ পারসিকদিগের শিবির লুণ্ঠন করিতে আরম্ভ করে। বিলুণ্ঠনকালে দেরায়াসের মাতা সিসিগাম্বিস এবং তাঁহার প্রধান মহিষী স্তাতিরা দুই দুহিতা সহ কোন শিবির মধ্যে ছিলেন। আলেক্‌জাণ্ডার তৎশ্রবণে স্বয়ং শিবিরে যাইয়া তাঁহাদিগের প্রতি সমুচিত সম্মান প্রদর্শন করিলেন। অনন্তর রক্ষিদিগকেও বিলক্ষণ যত্ন ও আদরের সহিত তাঁহাদিগকে রাখিতে আদেশ করিয়া শিবির হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

ইসসের সংগ্রামের পর আলেক্‌জাণ্ডার পারস্যের সামুদ্রিক প্রতাপ ও ক্ষমতা হরণ করিবার নিমিত্ত ফিনিসিয়া এবং মিসর জয় করিতে সত্বর হইয়া অগ্রে ফিনিসিয়ায় অবরোহণ করিলেন। তথাকার প্রায় সকল নগর

তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিল। কেবল প্রাচীন নগর টায়র প্রতিকূলতা প্রদর্শন করে। তাহাতে তিনি ঐ নগর অবরোধ করিলেন, কিন্তু শীঘ্র অধিকার করিতে সমর্থ হইলেন না। সেতু বন্ধনাদি বহু পরিশ্রমের পর টায়র পাতিত হয়। আলেক্‌জাণ্ডার সেই ক্রোধে টায়রবাসিদের একেবারে সমূলোচ্ছেদ করিলেন। টায়র পাতের পর তিনি মিসরে যাত্রা করেন। কিন্তু পথিমধ্যে গাজা নামক দুর্গ ধ্বংস করিতে তাঁহার অনেক বিলম্ব হয়। অবশেষে তাহার টায়রের তুল্য দশা করিয়া অবিলম্বে মিসরে উত্তীর্ণ হন। মেম্ফরেরা বিনা যুদ্ধে তাঁহার নিকট পরাজয় স্বীকার করিল। তাহাতে আলেক্‌জাণ্ডার তাহাদের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন এবং নীল নদের পশ্চিম পারে এক নূতন নগর স্থাপন করিলেন। সেই নগর তাঁহারি নামানুসারে আলেক্‌জাণ্ড্রিয়া নামে বিখ্যাত হইয়া অতি অল্প কাল মধ্যে বিলক্ষণ সমৃদ্ধ ও প্রধান বাণিজ্য স্থান হয়। অনন্তর তিনি মিসর হইতে লিবিয়ার মরু-

স্থলীতে অবতীর্ণ হইয়া জুপিটর আমন দেবের প্রতিমা দর্শন পূর্ব্বক পুনরায় ফিনিসিয়ায় প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

আলেক্‌জাণ্ডার প্রতিনিবৃত্ত হইলে পুনর্ব্বার সংবাদ আসিল যে দেরায়াস আবার বহু সৈন্য সংগ্রহ করিয়া আর্‌বেলা প্রদেশের সন্নিহিত গগামিলা নামক স্থানে সেনা নিবেশ করিয়াছেন।

সেই কথা শ্রবণে পূঃ খৃঃ ৩৩১ তিনি টাইগ্রিস্ পার হইয়া পুনর্ব্বার তাঁহার প্রতিগমন পূর্ব্বক যুদ্ধ আরম্ভ করিলে, দেরায়াস পূর্ব্ববৎ রণে পরাস্ত হইয়া পলায়ন করিলেন। সেবার আলেক্‌জাণ্ডার বহুদূর পর্য্যন্ত তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করেন। এই রূপে আর্‌বেলার যুদ্ধে জয়ী হইয়া তিনি বেবিলন নগরী জয় করিতে যাত্রা করিলেন। তাঁহার সৈন্য সকল বেবিলনের তোরণ সন্নিধানে উপনীত হইলে, তত্রত্য সম্ভ্রান্ত লোকেরা যাজকপুরঃসর হইয়া উপায়ন হস্তে তাঁহার প্রত্যুদ্গমন পূর্ব্বক বহু সম্বর্দ্ধনা করেন। আলেক্‌জাণ্ডার

অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া প্রতিমাননা দ্বারা তাঁহাদিগকেও প্রীত করিলেন।

অনন্তর তিনি কিয়ৎকাল বেবিলনে অবস্থান পূর্ব্বক তথায় রাজধানী করিবার মানসে তত্রত্য ভগ্ন দেবালয় সকল পুনঃ সংস্কার করিয়া নির্গত হইলেন। নির্গমনকালে পুরবাসিগণ তাঁহাকে আবার অনেক উপহার প্রদান করেন এবং সেই সময় মাসিডোনিয়া হইতে পুনর্ব্বার পঞ্চদশ সহস্র সেনা তাঁহার সাহায্যার্থ উপস্থিত হয়। তিনি সেই সকল সৈন্য লইয়া সেই বার সুসা পার্সিপলিস্ এবং এক্‌বেটানা প্রভৃতি পারস্য সম্রাট্‌দিগের রাজধানী সকল ক্রমে জয় করিতে লাগিলেন। এই সমুদয় নগর লুণ্ঠন করিয়া তিনি প্রভূত বিত্ত সঞ্চয় করেন। এই প্রকারে আলেক্‌জাণ্ডার হেলস্‌পন্ট সাগর পার হইয়া তিন চারি বৎসর মধ্যে সমুদয় পারস্য সাম্রাজ্য জয় করিয়া তাহার উপর আপন একাধিপত্য স্থাপিত করিলেন। কিন্তু তৎকাল পর্য্যন্ত পারস্য সম্রাট দেরায়াসকে হস্তগত করিতে পারেন

নাই। তিনি শুনিলেন যে বাক্‌ট্রিয়া প্রদেশের তাঁহারি কোন সামন্ত স্বয়ং স্বাধীন হইবার মানসে তাঁহাকে কারারুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। তাহাতে তিনি সত্বর বাক্‌ট্রিয়ার প্রতি ধাবিত হইলেন। কিন্তু তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে শত্রুরা তদ্দণ্ডেই তাঁহার প্রাণ সংহার করিয়া পলায়ন করিয়াছে। তাহাতে তিনি ক্ষণকাল অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করিয়া অনন্তর বহু সমারোহে তথায় সেই নৃপতির সমাধিক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন।

ইহার পর আলেক্‌জাণ্ডার হার্কানিয়া বাক্‌ট্রিয়া স্কিথিয়া ও সগ্‌ডিয়ানা প্রভৃতি আসিয়ার উত্তরাঞ্চল সকল জয় করিতে ক্রমিক তিন বৎসর কাল নিযুক্ত থাকেন।

সেই সকল অঞ্চল জয় করিয়া তিনি বহু নগর স্থাপিত করেন। আর সেই সময় তাঁহার সৈন্য মধ্যে ভয়ানক বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। সেই বিদ্রোহ শান্তি করিবার নিমিত্ত তাঁহাকে আপন প্রাচীন সৈন্যাধ্যক্ষ পার্মিনিয়ো তৎপুত্রের প্রাণ বধ করিতে হইয়াছিল।

উত্তরাঞ্চল জয়ানন্তর আলেক্‌জাণ্ডার সমরকন্দ নগরে আসিয়া নিজ বন্ধু ক্লাইটাসকে তথাকার শাসনকর্ত্তার পদে নিযুক্ত করিলেন। কিন্তু অবিলম্বেই আবার তাঁহার প্রাণ সংহার করিয়া নিজ নাম কলঙ্কিত করেন। এক দিবস আলেক্‌জাণ্ডার ও ক্লাইটাস উভয়েই সুরাপানে মত্ত থাকিয়া চতুর্দ্দিকে চাটুকারবর্গে বেষ্টিত হইয়া বসিয়াছেন, এমত সময়ে স্তাবকেরা আলেক্‌জাণ্ডারের স্তব করিতে আরম্ভ করিল। ক্লাইটাস তাঁহার অপেক্ষা তৎপিতা ফিলিপের ক্ষমতার অধিক প্রশংসা করেন। তাহাতে আলেক্‌জাণ্ডার ক্রোধান্ধ হইয়া তৎক্ষণাৎ সেই নিজ জীবনরক্ষিতা ধাত্রীপুত্র প্রিয়বয়স্যের মস্তক ছেদন করিলেন। কিন্তু তৎপরক্ষণেই প্রকৃতিস্থ হইয়া অত্যন্ত অনুতাপগ্রস্ত হইলেন। কথিত আছে, যে তিনি ক্লাইটাসকে বধ করিয়া অনুতাপে ক্রমিক তিন দিবস অনাহারে শয্যায় নিষণ্ণ ছিলেন।

এই বার আলেক্‌জাণ্ডার দক্ষিণাঞ্চল

জয়ানুসরণে প্রবৃত্ত হইয়া ভারতবর্ষের প্রতি মনোনিবেশ করিলেন। তিনি পূঃ খৃঃ ৩২৭ অব্দে তুরান হইতে নির্গত হইয়া দক্ষিণ দেশ সকল জয় করিতে২ ইদানীন্তন অটক নগরের নিকট সিন্ধু পার হইয়া ইয়ুরোপীয় দিগের মধ্যে প্রথম ভারতবর্ষে আসিয়া পঞ্জাব আক্রমণ করেন।

সেই সময় পঞ্জাবে পোরাস নামে কোন নৃপতি ছিলেন। তিনি ক্ষাত্রধর্ম্মানুসারে হস্ত্যশ্ব পদাতি সৈন্যের সহিত প্রতিগমন করিয়া তাঁহার বিপক্ষে তুমুল সংগ্রাম করেন। কিন্তু অবশেষে যুদ্ধে পরাজিত হইয়া বন্দী হন। আলেক্জাণ্ডার তাঁহার অধৃষ্য প্রকৃতি ও অসাধারণ বীরত্বের লক্ষণ দর্শনে বিস্মিত হইয়া কহেন, হে বীরবর এক্ষণে তোমার প্রতি কিরূপ আচারণ বিধেয়?। তাহাতে তিনি নির্ভয়ে কহিলেন, নৃপতির প্রতি যে রূপ আচারণ করিতে হয় সেই রূপ কর। সেই কথা শ্রবণে আলেক্জাণ্ডার সন্তুষ্ট হইয়া তৎক্ষণাৎ তাহাই করিলেন।

পঞ্জাব জয়ের পর আলেক্জাণ্ডার ভারতবর্ষের অভ্যন্তর ভাগে আসিবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু তাঁহার সৈন্যগণ ক্রমিক দীর্ঘকাল যুদ্ধ করিয়া নিতান্ত ক্লান্ত হইয়াছিল। তাহারা কোন রূপেই আসিতে সম্মত হইল না। তখন তাঁহাকে অগত্যা দিগ্বিজয়ে পরাঙ্মুখ হইয়া শতদ্রুর কূল হইতে প্রতিগমন করিতে হইল। প্রতিগমন কালে তিনি বহু সংখ্যক রণপোত লইয়া কিয়দংশ স্থলচর সৈন্যের সহিত সিন্ধু বাহিয়া তত্তীরস্থ দেশ সকল জয় করিতে করিতে সমুদ্রাভিমুখে চলিলেন। সমুদ্র সন্নিহিত হইলে তিনি নিজ সৈন্যাধ্যক্ষ নিযার্কাসকে সিন্ধুর মুখ হইতে ইয়ুফ্রেটিস পর্য্যন্ত পথ আবিষ্কারের জন্য সমুদ্র পথে যাইতে আদেশ করিলেন এবং স্বয়ং স্থলপথে পশ্চিমাস্যে নির্গত হইয়া বিলুচি স্থানের মরুস্থলীতে পড়িলেন। সেই মরু ভূমি অতিক্রম করিতে তাঁহাকে সসৈন্যে বিস্তর কষ্ট সহ্য করিতে

হইল। পরিশেষে বহুক্লেশে ইয়ুফ্রেটিস পার হইয়া বেবিলনে উত্তীর্ণ হইলেন।

আলেক্‌জাণ্ডার বেবিলনে উপস্থিত হইয়া তথায় আপন রাজধানী করেন। কিন্তু অধিক কাল রাজ্য সুখ ভোগ করিতে পারেন নাই। তাঁহার ভোগতৃষ্ণা ও পানদোষ প্রবল হওয়াতে অচিরেই সংঘাতিক রোগ সমুৎপন্ন হয়। সেই রোগেই তিনি খৃঃ খৃঃ ৩২২ অব্দে জুন মাসের শেষে ৩২ বৎসর বয়ঃক্রম কালে নিজ কলেবর ত্যাগ করেন।

আলেক্‌জাণ্ডার বিপুল সাহসী সমরকুশল উদ্যোগী এবং মহাবীর ছিলেন বটে কিন্তু নিতান্ত গর্ব্বিত ও সাতিশয় গৌরবাকাঙ্ক্ষী ছিলেন। প্রথমাবধি স্বীয় অভীপ্সিতের অব্যাহত সিদ্ধিপরম্পরা দর্শনে তাঁহার মনে২ এরূপ আত্মগরিমা জন্মিয়াছিল, যে তিনি আপনাকে দেবতুল্য ক্ষমতাবান জ্ঞান করিতেন এবং গ্রীক্‌দিগকেও আপনার প্রতি তদনুরূপ সম্মান প্রদর্শন করিতে কহিতেন। যাহাহউক এরূপ আত্ম-

গৌরব পরায়ণ থাকিলেও তিনি যে এক জন অতি অসাধারণ প্রধান নৃপতি ছিলেন তাহার কোন সন্দেহ নাই। আলেক্‌জাণ্ডার সংগ্রামে অনেক নগর নষ্ট এবং অনেক লোকের প্রাণ সংহার করিয়াছিলেন বটে, তথাপি নিষ্ঠুর ছিলেন না। তিনি যত নগর নষ্ট করিয়াছিলেন ততোধিক নগর আবার স্থাপিত করেন। আর তাঁহার এক অসাধারণ গুণ ছিল, যে তিনি বিজিত দিগের প্রতি সর্ব্বদা সদয় ও ন্যায় ব্যবহার করিতেন এবং তাহাদিগকে আত্মতুল্য মর্য্যাদাপন্ন ভাবিতেন, এই নিমিত্ত তিনি পারস্য সম্রাজ্য জয় করিয়া সম্রাট দেরায়াসের কন্যাকে বিবাহ করেন।

আলেক্‌জাণ্ডার বিদ্যারও বিলক্ষণ অনুরাগী ছিলেন। তিনি মহাকবি হোমারের ইলিয়ড নামক মহাকাব্য অনুক্ষণ পড়িতেন এবং সর্ব্বদা আপন নিকটে রাখিতেন। আর মনুষ্যগণ যাহাতে বিদ্যারসে বঞ্চিত না হয় এবং সর্ব্বত্র বিদ্যার প্রচার হয়, এরূপ ইচ্ছা

এবং যত্নও তাঁহার অন্তঃকরণে ছিল। এই নিমিত্ত তিনি জৈত্র যাত্রা কালে গ্রীসের অনেক প্রধান প্রধান শিল্পী এবং দর্শনেতিহাসবিৎ পণ্ডিত সঙ্গে লইয়া যান। তাঁহাদিগের দ্বারা আসিয়ায় গ্রীকদিগের শিল্প বিদ্যা এবং দর্শনাদি শাস্ত্রের প্রচার হয়।

—০০—

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

আলেক্‌জাণ্ডারের উত্তরাধিকারিগণ—রোমানদিগের অধিকার—পূঃ খৃঃ ৩২৩—১২৬।

আলেক্‌জাণ্ডারের মৃত্যুর পর তাঁহার সৈন্যাধ্যক্ষ ও সামন্তগণ তদীয় বিপুল সাম্রাজ্য বিভক্ত করিয়া লয়। কিন্তু তাঁহাদের বিবরণ লিখিবার পূর্ব্বে আলেক্‌জাণ্ডারের বিজয় কালে গ্রীসে কি কি প্রসিদ্ধ ঘটনা হইয়াছিল। সংক্ষেপে তৎসমুদয়ের উল্লেখ করা যাইতেছে। আলেক্‌জাণ্ডার জৈত্র

যাত্রায় নির্গত হইলে, তাহার তৃতীয় বৎসর স্পার্টানেরা আপনাদের পূর্ব্ববৎ প্রাধান্য স্থাপন করিবার মানসে পিলপনিসীয়দিগের সহিত মিলিত হইয়া অমাত্য আণ্টিপিটারের বিপক্ষে যুদ্ধ আরম্ভ করে। কিন্তু মিগলপোলিসের সংগ্রামে তাহারা আণ্টিপিটারের নিকট সম্পূর্ণ পরাজিত হইয়া আবার তাঁহার শরণাপন্ন হয়। সেই যুদ্ধে তাহাদের নৃপতি প্রধান বীর এজিস্ নিহত হন। এই যুদ্ধের অব্যবহিত পরেই আণ্টিপিটার কোন অপরাধে প্রসিদ্ধ বাগ্মী ডিমস্থিনিস্‌কে আথেন্স হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া দেন। ইহার পর গ্রীসে ত্বরায় আর কোন বিশেষ ঘটনা হয় নাই। অনন্তর যখন আলেক্‌জাণ্ডারের মৃত্যু সমাচার গ্রীসে উপস্থিত হয় তখন এথিনীয়ানেরা আবার অন্যান্য গ্রীক্‌দিগকে মাসিডনের বিরুদ্ধে সমুত্তেজিত করিয়া যুদ্ধে প্রবর্ত্তিত করে। প্রথম লামিয়ার সমরে দৈব তাহাদিগের পক্ষে কিঞ্চিৎ শুভ ফল প্রদর্শন করিয়াছিল। কিন্তু অনন্তরই তাহাদিগের

সেনাপতি লিয়স্থিনিস্ নিহত এবং আসিয়া হইতে বহু মাসিডোনীয় সৈন্য সমাগত হওয়ায় আন্টিপিটার তাহাদিগকে ক্রানননের রণক্ষেত্রে সম্পূর্ণ পরাভব করেন। সেই সময় ডিমস্থিনিসের প্রাণ দণ্ড হয় এবং তাঁহার সহিত আথেন্সেরও গৌরব বিলুপ্ত হইয়া যায়। খৃঃ ৩২২

আলেক্‌জাণ্ডারের উত্তরাধিকারীদিগের অধিকার কাল কেবল পরস্পর অসূয়া কলহ বিগ্রহ এবং উপর্য্যুপরি উপপ্লবে পর্য্যবসিত হয়। অতএব অতি সংক্ষেপেই তদ্বিবরণ লিখিয়া ইতিহাস সমাপ্ত করা যাইতেছে। আলেক্‌জাণ্ডার মৃত্যুকালে কাহাকেও আপন সম্রাজ্যের উত্তরাধিকারীরূপে নির্দ্দিষ্ট করিয়া যান নাই। তাঁহার মৃত্যুর পরদিবস তদীয় প্রধান সেনাপতি পার্ডিকাস সভা করিয়া সাম্রাজ্য বিভাগের যেরূপ ব্যবস্থা করেন, তদনুসারে আলেক্‌জাণ্ডারের বৈমাত্র ভ্রাতা অল্পমতি ফিলিপ আরিডিয়স্ সম্রাট্ উপাধি প্রাপ্ত হন। আন্টিপিটার ও ক্রেটরাসের

হস্তে গ্রীস এবং মাসিডনের রাজ্যভার ন্যস্ত হয়। টলমিসোটর মিসরের সিংহাসন গ্রহণ করেন। আন্টিগোনাস এবং ইয়ুমিনিস্ ইহাঁরা উভয়ে সমুদয় আসিয়া মাইনরের শাসন কর্ত্তৃত্বে নিযুক্ত হন। সেলুকস বেবিলনে আধিপত্য করেন। আর লিসিমাকাস থ্রেসে প্রভুত্ব করিতে থাকেন। কিন্তু এরূপ বন্দোবস্ত অতি অল্পকাল থাকে। সামন্তেরা দুরাকাঙ্ক্ষার বশীভূত হইয়া অচিরেই পরস্পর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়। তাহাতে আবার পুনঃ পুনঃ বিপ্লব ঘটে। এইরূপ ব্যতিক্রম ঘটনার সূত্রপাতেই পার্ডিকাস ও আন্টিপিটারের কাল হয়। আন্টিপিটারের মৃত্যুর পর তৎপুত্র কাসেণ্ডার মাসিডনের প্রভুত্ব প্রাপ্ত হন। তিনি আলেক্‌জাণ্ডারের স্ত্রী পুত্র পরিবারদিগকে একে একে বিনষ্ট করিয়া রাজ কুলের একেবারে উচ্ছেদ করেন।

আন্টিগোনাস ইয়ুমিনিসকে আক্রমণ করিয়া তাঁহার প্রাণ সংহার পূর্ব্বক সমুদয় আসিয়ামাইনরের উপর আপন একাধিপত্য

স্থাপন করেন। সেই সময় তাঁহার পুত্র ডেমিট্রিয়াস আথেন্সে আসিয়া কিছুকাল নিজ পরাক্রম ও গৌরব প্রদর্শন করিয়া যান।

আণ্টিগোনাসের ঐরূপ বিক্রম ও প্রভাব দর্শনে টলমি প্রভৃতি অন্যান্য সহোত্থায়ীগণ ক্রোধান্বিত হইয়া তাঁহার বিপক্ষে সংগ্রাম আরম্ভ করেন। অনন্তর পুঃ খৃঃ ৩০১ অব্দে ইপ্সসের যুদ্ধে তাঁহাকে পরাজিত এবং তদীয় রাজ্য বিভাগ করিয়া আপনারা হস্তগত করেন।

তৎপুত্র ডেমিট্রিয়াস যুদ্ধের পর আবার আথেন্সে আসিয়া এথিনীয়ানদিগের সহায়তায় মাসিডনের সিংহাসন গ্রহণ করেন। কিন্তু দুরাকাঙ্ক্ষা বশতঃ ইপাইরাসের পরাক্রান্ত নৃপতি পিরহাসের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। তাহাতে পরিশেষে তাঁহার নিকট পরাজিত হইয়া বেবিলনে পলায়ন করেন। তথায় সেলুকস তাঁহাকে কারা নিক্ষিপ্ত করিয়া রাখেন। পিরহাস কিয়ৎকাল মাসিডনে প্রভুত্ব করিয়া

আপন মহত্ত্ব প্রকাশ করিলে, থ্রেসাধিপ লিসিমাকাস আসিয়া তাহাকে আক্রমণ করেন। পিরহাস তাঁহার সহিত যুদ্ধে আপনাকে অক্ষম বোধে মাসিডন পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিলেন। তখন লিসিমাকাস সমুদয় গ্রীস ও মাসিডনের অধীশ্বর হইলেন। কিন্তু তিনিও অধিককাল রাজত্ব করিতে পারেন নাই। তিনি নিজ পত্নী আর্সিনির প্রণয় পাশে বদ্ধ হইয়া তদীয় অনুরোধে তাঁহার সপত্নীসুতের প্রাণবধ করিতে আজ্ঞা প্রদান করেন। তাহাতে সেই অসহায়া স্ত্রী ব্যাকুল হইয়া সেলুকসের শরণাপন্ন হয়। সেলুকস অত্যন্ত কোপাবিষ্ট হইয়া লিসিমাকাসের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হন এবং পুঃ খৃঃ ২৮১ অব্দে করুপিডিয়নের সমর ক্ষেত্রে তাঁহাকে পরাজিত করিয়া বিনষ্ট করেন। ঐ যুদ্ধের পর সেলুকস মিসর ভিন্ন আলেকজাণ্ডারের সমুদয় রাজ্যের অধিকারী হন। কিন্তু দুর্ভাগ্য ক্রমে আধিপত্য করিতে পারেন নাই। টলামির পুত্র টলমি সেরানাস হটাৎ তাঁহার

প্রাণ বধ করিয়া তদীয় রাজ্য আত্মসাৎ করেন। সেই সময় ফ্রান্সের অসভ্য গল জাতি আসিয়া গ্রীস আক্রমণ করে। টলমি তাঁহাদের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া আত্ম প্রাণ বিসর্জ্জন করিলেন। অনন্তর সেই অসভ্যেরা লোভাকৃষ্ট হইয়া ডেল্‌ফসের দেবালয় লুণ্ঠন করিতে যায়, তথায় দৈব প্রভাবে ব্যর্থপ্রযত্ন হইয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করে। টলমির মৃত্যুর পর ডেমিট্রিয়াসের পুত্র আন্টিগোনাস-গনটাস মাসিডনের সিংহাসনে অধিরূঢ় হন। কিন্তু পিরহাস তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করেন। অনন্তর তিনি তদ্বিপক্ষে যাত্রা করিয়া পরিশেষে আর্গসের যুদ্ধে নিধন প্রাপ্ত হন। তখন গোনটাস পুনর্ব্বার সিংহাসনে অধিরোহণ করেন।

এই গনাটসের অধিকারের অবসানে দক্ষিণ গ্রীস পিলপনিসসের অন্তঃপাতী একিয়া প্রদেশের দ্বাদশটি নগর ঐকমত্যাবলম্বন পূর্ব্বক পরস্পর এক যোগ হয় এবং একটি সাধারণ সমাজ সংস্থাপন করিয়া পরস্পরের

আনুকূল্য দ্বারা আপনাদের স্বতন্ত্রতা সাধনে যত্ন করে। সেই সময় স্পার্টার নৃপতি চতুর্থ এজিস্ স্বদেশের পূর্ব্ববৎ প্রাধান্য স্থাপনে মনোযোগী হইয়া লাইকার্গাসের বিধান সমূহ পুনঃ স্থাপিত করেন। কিন্তু স্পার্টানেরা তৎকালে ভোগানুরাগ বশতঃ তাঁহার তথাবিধ যত্নে বিদ্বেষ প্রকাশ করিয়া তাঁহাকে কারারুদ্ধ করে। অনন্তর ক্লিয়োমিনিস্ তাঁহাদের নৃপতি হন। তিনি ও ঐরূপ চেষ্টা করিতে থাকেন। তাঁহার সময়ে স্পার্টার সহিত একিয়ার বিবাদ আরম্ভ হয়। তাহাতে একিয়ার সাধারণসভার অধ্যক্ষ আরাটাস মাসিডনের সাহায্য প্রার্থনা করে। সেই সময়ে রাজকুমার ফিলিপ মাসিডনের সিংহাসনে অধিরূঢ় হন। তৎ প্রতিনিধি আন্টিগোনাস্ ডসন্ একীয়ানদিগের পক্ষ হইলেন। তখন একীয়ানেরা স্পার্টাধিপ ক্লিয়োমিনিসের বিপক্ষে যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া পুঃ খৃঃ ২২১ অব্দে সেলাসিয়ার যুদ্ধে তাঁহাকে পরাজিত করে।

এই ফিলিপের রাজত্বকালে মধ্য গ্রীসের অন্তর্গত ইটোলিয়া প্রদেশের অধিবাসিরাও একীয়ানদিগের ন্যায় পরস্পর মিলিত ও সন্ধিসূত্রে নিবদ্ধ হইয়া আপনাদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করে। তাহারা লোক্রিস, ফোসিস, বিয়োসিয়া ও থেসেলি প্রভৃতি প্রদেশে প্রভুত্ব স্থাপন করিয়া দক্ষিণ গ্রীস পিলপনিসসে আপনাদের পরাক্রম বিস্তার করিতে আরম্ভ করে। তাহাতে আবার একীয়ানদিগের সহিত তাহাদেরও সংগ্রাম আরম্ভ হইল। একীয়ানেরা তাহাদের সহিত সংগ্রামে অসমর্থ হইয়া পুনর্ব্বার ফিলিপের আশ্রয় গ্রহণ করে। ফিলিপ তাহাদিগকে লইয়া কএকবার ইটোলীয়ানদিগের বিপক্ষে যুদ্ধ করেন। কিন্তু সেই সময় রোমানেরা সমধিক পরাক্রান্ত হইয়া আপনাদের সাম্রাজ্য বিস্তার করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। তাহারা কার্থেজের সহিত সমরানল প্রজ্বলিত করিয়া দিন দিন অগ্রসর হইতে লাগিল। অতএব ফিলিপ সত্বর আবার তাহাদের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। ফলতঃ

এরূপ অন্তর্ব্বিবাদের সময় গ্রীস যে পরাক্রান্ত আগন্তুক শত্রুর করকবলিত হইবে ইহা নিশ্চয় সম্ভাবিত। ফিলিপ রোমানদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ আরম্ভ করিলে, ইটোলীয়ানেরা তাহাদের সহিত যোগ দিল। তাহাতে রোমানেরা পুঃ খৃঃ ১৯৭ অব্দে সাইনোসি ফেলির রণক্ষেত্রে ফিলিপকে পরাভব করিয়া গ্রীসে আপনাদের প্রাধান্য স্থাপিত করে। অনন্তর পুঃ খৃঃ ১৭৯ ফিলিপের মৃত্যু হইলে তৎপুত্র পার্সিয়স পিতৃ সিংহাসনের অধিকারী হইলেন। তিনি ও রোমানদিগের প্রতাপ সহিতে না পারিয়া তাহাদের বিপক্ষে যুদ্ধ আরম্ভ করেন। অনন্তর পুঃ খৃঃ ১৬৮ অব্দে পিড্না নামক যুদ্ধক্ষেত্রে তাহাদের নিকট পরাজিত ও বন্দীকৃত হইয়া রোমে নীত হয়েন। তদবধি গ্রীস রোমানদিগের অধিকৃত এবং ইহার ইতিহাসও রোমের ইতিহাস মধ্যে পরিগণিত হয়।

সমাপ্ত।

—০০—